তুমি ডিডিসি কবিতার

মো. রিদওয়ানুর রহমান
মুহম্মদ আবদুল মান্নান কাব্যকবির

Bengali Pyramidal Poems by Ridwan, Shamrat and Mrigendra

Bengali Literature	MC	891.44
Pyramidal Poems	Lit. form (T-3B)	–1045
	DN	891.441045

Research on Pyramidal Poems by Nawshin Sabrina

Pyramidal Poems	MC	808.8145
Research	SS (T-1)	–072
	DN	808.8145072

তুমি ডিডিসি কবিতার
You are the DDC of Poem

মো. রিদওয়ানুর রহমান
মুহম্মদ আবদুল মান্নান কাব্যকবির

ILIM Press
Be a Light to Yourself

First Published 2025

ILIM Press
House-12/1,
New Circular Road,
West Malibagh,
Dhaka-1217,
Bangladesh.

© Copyright-Free for Promotion Only

ISBN: 978-984-35-8124-2

উৎসর্গ

আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম গুরুদের একজন পিনাকী ভট্টাচার্যকে,
যার কাছ থেকে শিখেছি নিজের দেশকে কীভাবে ভালোবাসতে ও আগলে রাখতে হয়।

- মো. রিদওয়ানুর রহমান

কিছু কথা

ডিউই ডেসিমেল ক্লাসিফিকেশন (Dewey Decimal Classification - DDC) হল একটি গ্রন্থাগার শ্রেণিবিন্যাস ব্যবস্থা, যা আমেরিকান গ্রন্থাগারিক মেলভিল ডিউই (১৮৫১-১৯৩১) কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে, বই এবং অন্যান্য গ্রন্থগার সামগ্রীকে দশটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, এবং প্রতিটি শ্রেণীকে দশমিক সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। এই সংখ্যাগুলো ব্যবহার করে বইগুলোকে একটি নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে গ্রন্থাগারে সাজানো হয়। এটি গ্রন্থাগারের বই এবং অন্যান্য সামগ্রী খুঁজে বের করা সহজ করে তোলে। এবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। ***তুমি ডিডিসি কবিতার*** (891.441045) বইটিকে আদৌ কোনো কবিতার বই হিসেবে তৈরি করা হয়নি। বস্তুত, এই বইটিকে প্রস্তুত করা হয়েছে গ্রন্থাগারের 'ডিউই ডেসিম্যাল ক্লাসিফিকেশন' পদ্ধতিতে পিরামিডাল কবিতার বইয়ের জন্য 808.8145 এবং –1045 (T-3B) অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব হিসেবে। সবশেষে বলতে গেলে, আধুনিক কাব্যিক গড়ন (Poetic Form) হিসেবে, সুলতান মোহাম্মদ সম্রাট শেখের উদ্ভাবিত 'পিরামিডাল কবিতা' সনেট কিংবা হাইকুর মতই নিজস্ব শ্রেণীসংখ্যা লাভের ন্যায্য দাবিদার।

সূচিপত্র

মো. রিদওয়ানুর রহমানের লেখা পিরামিডাল কবিতাগুচ্ছ		
১	তুমি ডিডিসি কবিতার You are the DDC of Poem	১০-১১
২	আঁখি তব Eyes of Yours	১২-১৩
৩	হাম অপার শক্তি I am an Immense Might	১৪-১৫
৪	সেই গুরুর প্রতি To the Mentor	১৬-১৭
৫	আমি I	১৮-১৯
৬	রক্তপিশাচ The Vampires	২০-২১

৭	সূর্য তুমি, সমুদ্র আমি You are the Sun, I am the Sea	২২-২৩
৮	তুল্যতার মূল্য Worth for Comparison	২৪-২৫
৯	চায় ওরা একটুখানি ভক্ত They Want a Little Rice	২৬-২৭
১০	চল হারাই Let's Get Lost	২৮-২৯
১১	সমীপে শয়তান! Before Satan!	৩০-৩১
১২	ভাষার আত্মকাহিনী Autobiography of Language	৩২-৩৩
মুহম্মদ আবদুল মান্নান কাব্যকবিরের লেখা পিরামিডাল কবিতাগুচ্ছ		
১৩	নারীর তিন গুণ Three Qualities of Ladies	৩৫-৩৬

১৪	নারীর তিন দোষ Three Blames of Ladies	৩৭-৩৮
১৫	নামাজ Offering Prayer	৩৯-৪০
১৬	বাঙ্গালী-বাংলাদেশ Bengali-Bangladesh	৪১-৪২
১৭	পেলে ফুলের সুবাস After Getting the Fragrance of Flower	৪৩-৪৪
১৮	আব্বার স্মরণে To the Memory of Dad	৪৫-৪৬
১৯	ডাকঘর The Post-Office	৪৭-৪৮
২০	পাত্রী দেখা To Witness the Bride	৪৯-৫০
২১	নিষ্প্রভ অনল	৫১-৫২

	Lusterless Fire	
২২	সূর্য The Sun	৫৩-৫৪
মহারানা মৃগেন্দ্র আচারিয়ার লেখা প্রবন্ধ (বিশেষ সংযোজন)		
২৩	‘808.8145’ আর ‘–1045’-এর তরে, আয়রে ‘পিরামিডাল কবিতা’ DDC-এর ঘরে	৫৫-৮২

৮৯১.৪৪১০৪৫

তুমি ডিডিসি কবিতার

891.441045

You are the DDC of Poem

মো. রিদওয়ানুর রহমান (জন্ম: মে ২৯ , ১৯৮৬)

Md. Ridwanur Rahman (DOB: May 29, 1986)

তুমি ডিডিসি কবিতার

দর্শন তুমি,
ওই প্লেটোর ভাষায়,
অমর অনাবিল প্রেম তুমি,
আত্মিক মোর এই ভালোবাসায়।
দেয় ব্যথা তোমার কথা, নয়নে মম জল,
দুঃখ পেলে তব মানস কাঁদে, মুখটি রয় অবিচল।
পড়েছি প্রেমে এরসের শরে, সেজদা আমার আল্লার তরে।
দাও মিঠে হাসি দেখিলে মোরে, লাজুক তবুও তুমি, কুলের নজরে।
একবার যদি বলতে তুমি: 'ভালোবাসি তোমায় আমি', তব জিবের ভাষায়,
ডিএনএ ভরা মোর দেহকোষ, লিখিতো তবে প্রেমের বিশ্বকোষ, মোর আঁখি ইশারায়।
ছিল নির্ঘুম কত রাত্রি তোমার, মনে কি পড়ে না? ছিলামতো সেই আমি, তব ঘুমের দাওয়াই,
করেছিলাম পান সাঁঝে মোরা, জলে ভরা জলপাই, হওনি কি আদৌ ফুল্ল? যবে চারুকলায় গান গাই।
কুমুদিনীর ওই পুষ্প তুমি, মোর অগণিত কবিতা হয়ে, অবনীর মানচিত্রে অনাশ্য তুমি, আজি ইতিহাসে রয়ে,
চাইনা অর্থ আমি, শুধু চাই তব হাত, না পাই যদি প্রিয়ে! এই শওগাত, ডিডিসির শূন্য হয়ে, রবে শোকদগ্ধ হৃদয়ে।

Rows	You are the DDC of Poem
1	You are the philosophy,
2	In the speech of Plato,
3	You are an immortal pure adoration,
4	In my spiritual love.
5	Your words hurt me, tears in my eyes,
6	When you get hurt, your heart cries, but face does not react.
7	I have been fallen in love by the arrow of Eros, I bow to Allah.
8	Having seen me, you smile, but still you are coy in society.
9	If you would have told me once in your tongue: ‘I love you’,
10	DNAs of my whole body-cells would write an encyclopedia of love by the blink of my eye.
11	You passed many sleepless nights, cannot you remember? I became your only sleeping pill.
12	We drunk together olive-juices in the evening, I sang songs for you in fine-arts building, did not you enjoy those?
13	In my numerous poems, you are the flower in cluster of white water lilies, you are undying in world map in history,
14	I do not want riches; I want only your hand, O dear! If I do not get this gift, you will turn into the zero of DDC inside my burned heart.

First 4 lines = Philosophy (184)
5th and 6th lines = Psychology (152.4)
Line 7 = Myth (292.13) and Religion (297)
Line 8 = Social sciences (303.38)
Line 9 = Language (491.44)
Line 10 = Science (572.86)
Line 11 = Technology (610)
Line 12 = Arts and recreation (782.42)
Line 13 = Literature (808.81), Geography (912) and History (900)
Line 14 = 000 of DDC

আঁখি তব

ওগো সুন্দরী!
ওহে জগতীর হুরী!
রুরুআঁখি তব, চাহন নিষ্পাপ,
চক্র তোমার চক্ষুমণি, ধার যে বৃত্তচাপ,
ক্ষেত্রফলে, তুমি আয়তলোচনা, হলে সে পরিমাপ।
'হোরাস' দু নেত্রে খেলে, ভুরুর ডানা মেলে, 'ওয়াডজেট' সাপ।
টিপখানি ভ্রূলতার মাঝে, তেসরা অক্ষি তোমার, ঐ আজ্ঞাচক্র সাজে,
আদিত্য রাঙা টিপটা, আজ্ঞাচক্র যেন মিসরের 'রা', চোখ দু ডানার কাজে।
দু আঁখির পক্ষ্মপাড়, অপাঙ্গে কাজর রয়েছে তোমার, নেই ধূমকেতু, অক্ষির গোলকে,
চড়ে পুষ্পরথে কেড়ে মনকে, ঘোরে কক্ষপথে কবন্ধ-এন্‌কে, আঁখ মারা তব, একটি পলকে।

Rows	Eyes of Yours
1	Hey beautiful!
2	O fiery of the world!
3	You have deer eyes, your sights are innocent,
4	Your eye-balls are the wheels, and the edges are circular pressures,
5	As the eye measure, you are a wide-eyed girl.
6	Horus plays in your two eyes; your eyebrows are the extended wings of 'Wadjet' snake.
7	The round tip between your eyebrows is the thard eye as Agya chakra,
8	Your that red tip is the Egyptian Ra's sun, and your eyes are the wings (of sun).
9	The edges have stibium around your two lower eyelids, there is no comet in the circle of your eyes.
10	Having snatched my mind, Comet Encke rounds around its orbit by a wink of yours.

হাম অপার শক্তি

আমি এক হুহুংকার,
নীরদপুঞ্জের গসনমণ্ডলে।
বিভীষণ ভূমিকম্পন স্বয়ং আমি,
শোণিতাক্ত, কলুষযুক্ত এই অবনীতলে।
উদ আমি খুদ, ডুবাই মহাপ্লাবনে সসাগরা দোহিনী,
আপনি পবমান, শর্করী মম তুফান, লিখি কালবৈশাখীর কাহিনী।
সকৃৎ অনির্বাণ, যায়না করা কস্মিনকালে পরশন, আমিই সেই হবিরশন,
আমার বিদ্যমান, প্রতিক্ষণে অপ্রতীয়মান, ত্রিযমা যে আমিই, জমাট তিমিরের ত্রসন।
মম মুখ সোমের মুখোশে লুকিয়ে থাকা সাবনের সুর, কান্তিময়, তবুও শঙ্কিল একটা ভয়,
অহং সুহাস করে সদা জয়, সমগ্র জগৎময়, মোর অট্টনিনাদ আড়ে দেয় ডাক, ভয়াল মহাপ্রলয়।
যার কণ্ঠস্বরে উপচে পড়ে বিধ্বংসী অবক্রোশ, সেইতো আমি অলৌকিক, খণ্ডনে যার অপারগ সকল যুক্তি,
যিনি সর্বশক্তিধর তিনিই অমরেশ্বর, আপনি তারইতো সৃজনী, বিনশ্বর তবুও অজরামর, দেখো মোরে, হাম অপার শক্তি।

Rows	I am an Immense Might
1	I am an enormous roar,
2	In the heavens of dense clouds.
3	I myself is the fearsome earthquake,
4	Opon this blood-spattered, offended earth.
5	I myself is the water, I make the whole world flooded,
6	I am the air, my pen is the storm, and I write the story of deadly Baishakh.
7	Always burning in nature, it can never be touched, I am that fire,
8	My existence, undetectable all the time, I am the night, the fearful deep darkness.
9	My visage behind the moon is the sun of day and night, good-looking, but still a terrible fear,
10	My smile always wins the whole world, but my uproar furtively calls the horrific devastation.
11	The voich, which overflows the destructive curses, I am that supernatural, whom cannot be explained by any logic,
12	The almighty one, who is the God, I am his creation, I am mortal, despite that I am immortal, look at me, I am an immense might.

সেই গুরুর প্রতি

ওহে সংসার!
আজি গীত ধর তাঁর:
‘গুরু সে মহিমাময়, তাঁরে,
জানাইগো সালাম, মরমের ভক্তি,
দেখিয়েছিল সেতো, শাশ্বত সত্য, এ আমারে,
ছিল যাহা, ছেয়ে-থাকা, অসীম, অনংশ, দৈবশক্তি’।
বোল তাঁহার বৈদুষ্যে ভরা, গড়ে শিক্ষা তাহার শিরদাঁড়া,
করে শূন্যে নেপচুন কর্তৃত্ব সারা, বর্তুলেতে শুধু ত্রিশূল খাড়া।
সনেট আঠারো সেতো নয়, তবু তুলনা তাঁহার গ্রীষ্মদিন কি হয়?
সে যে বসন্তের ঐ কিশলয়, মনোহর মিনসা, ও সে এক লাবণ্যময়!
চাণক গাঁয়ের এক লোক, গড়েছিল অশোক, এক চন্দ্র, একই বিন্দুসার,
চাণক্যভক্ত বালক, আজি সে শিক্ষক, দেখায় সড়ক, গড়ে নরেন্দ্র, শত সিকান্দার।
ভেনাসের সে প্রেম হলে, মিনার্ভা তাঁরেই যে প্রমা বলে, জুনো দেয় যারে শক্তি, দৈবী সম্মান,
মহারানা মৃগেন্দ্র আচারিয়া নাম, দেখ চেয়ে তাঁরে, কৃষ্ণ না কী রাম? হয়তবা সেই, হাকিম লুকমান!

Rows	To the Mentor
1	O whole world!
2	Sing a song about hime today:
3	He is the glorious mentor, to him,
4	My salutation, respect from my heart.
5	He showed me the eternal truth,
6	Which was the overwhelmed, myriad, entire power of the God.
7	His words are the of knowledge, his teachings form the backbone,
8	Planet Neptune rules in the sky, trident stands in a circular way.
9	He is not the Sonnet-18 (of Shakespeare), despite that, can I compare him to the day of summer?
10	He is the new leaf of Spring, charming man, who has a smart look!
11	A man (named Chanakya) of Chanaka village establihed Ashoka, Chandra, and Bindusara,
12	The boy (mentor) who was fan of Chanakya, today he (the boy) is a teacher, and he shows the right way, builds the countless kings like Alexander.
13	He is the love of Venus, whom is called by Minerva as wisdom, Juno gives him power as divine respect,
14	His name is Maharana Mrigendra Achariya, look at him, is he Krishna or Rama? Perhaps, he is Luqman the Wise.

আমি

পোহালো রাত,
হল যে নব প্রভাত।
দিগন্তের ঐ ডানা মেলে,
এসেছি আমি সকল ডর ভুলে।
অনিত্য মানব আমি, নই অবতার,
এক অভীক বীরকেশরী, সৃষ্টি বিধাতার।
যামবতী ধরার সম্রাট আমি, নই কারো দাস,
রক্তে রঙ্গিন রাজ্য আমার, নরদের অগণিত লাশ।
আমি সরোষ, নেই আঁখিজল, নেই হৃদয়ের রক্তক্ষরণ।
এঁকেছি পিরামিডাল পদ্য করিতে রণ, করিনা পরোয়া মৃত্যুবরণ।

Rows	I
1	The night has been ended,
2	The new morning has been brought about.
3	To extend the wings of that horizon,
4	I have come, having forgotten the all fears.
5	I am a mortal human being, not an avatar,
6	A fearless warrior, who is created by God.
7	I am the emperor of dark world, not the slave of anybody,
8	My empire is painted in bloods and where are countless corpses.
9	I am outraged, I do not have tears, I have no bloody heart.
10	I have depicted a ‘Pyramidal Poem’ in order to fight, I am not afraid of death.

রক্তপিশাচ

জীয়ন্ত, তবু মৃত,
হৃদয় অনুভব ব্যতীত।
ত্রাসদ দন্তে তারা সদা গরীয়ান,
জীবনের তাগিদে ওরা, হননে ধাবমান।
কালসমুদ্রে অদৃশ্য তারা, যবে সমীপে আসে কাচ,
পুরাণশাস্ত্রে মোটে নয়, বাস্তবেই ওরা সেই রক্তপিশাচ।
শিকার তাদের সেই সকল মানবসমাজ, যারা হরদম ঘুমন্ত,
ইন্দুকান্তার আলোকশূন্যতায়, চুষে এরা আয়াসী নরকুলের রক্ত।

Rows	The Vampires
1	Living, but still dead,
2	No feeling in heart.
3	They are always proud of their own scary teeth,
4	They are interested in killing for the sake of their own lives.
5	Whenever crystal comes before them, they become invisible at all times,
6	Not in the mythologies, they are real vampires in existence.
7	They hunt those people, who are sleeping all the time,
8	In the darkness of night, they suck the bloods of industrious people.

সূর্য তুমি, সমুদ্র আমি

তুমি আজ অহ্ন,
তবে নও চিরন্তন সূর্য।
প্রদোষে হও বিলীন নিমক সলিলে,
বারিধির গর্জন যেথায়, সদা মোর তূর্য।
পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে, হও তুমি অবশেষে রাত্রি,
নিশাগমকে আমি মুঠোয় পুরে, করি আতঙ্কিত ধরিত্রী।
আরাধনা করে মনুষ্য সদা উদিত অদ্রির, অস্তমিত অর্কের নয়,
ঘূর্ণিবাত্যার তুমুল ঝড়জলে আমি পামরদের ত্রাস, তবে নেই স্বীয় ভয়।
শাশ্বত অত্যাচারী এক শোণিমা আদিত্য তুমি, করছো শাসন সারা মর্ত্যলোক সবসময়,
তোমার শোষণে আমি ক্ষণিক বাষ্প আর অচির জলকণিকা, তবুও আমি সমুদ্র, নেই যার ক্ষয়।

Rows	You are the Sun, I am the Sea
1	Today, you daylight,
2	But not the sun for ever.
3	In the evening you set in the salty water,
4	Where the roar of the sea always stands for my trumpet.
5	Having gotten exhausted by burning, you become the night at last.
6	To keep the darkness in my hand, I panic the whole world,
7	Men worship the rising sun forever, not the setting sun.
8	Through my cyclonic water, I panic the sinners, but I do not have own fear.
9	You are a continuous and tyrannical red sun, who rules the entire world all the time,
10	By the suck of yours, I am the temporary vapor and quick drops of water, despite that I am the sea, which does not decay.

তুল্যতার মূল্য

কিসে গৌরবে,
তুমি মগরুর এ ভবে?
আমি বেলার এক মরীচিমালী,
না দেখিও মোরে, তব মশালের আলো।
নিমকের আমি আধার, বিশাল একটা পাথার,
ঊর্মিল আমার দেহে, এক চিমটি লবণও না ঢালো।
দেখিয়াছ তুমি নেপালেতে হিমালয়, দুনিয়ার দিঘল চূড়া,
সায়রের সাজে, রয়েছে হিমালয় আমারও মাঝে, অজস্র যে তারা।
কৃষকের মাঠ জুড়ে, জোনাকিরা বেড়ায় উড়ে, করিও না তুমি তুলনা তখন,
কখনো প্রিয়ার সাথে, কোনো এক চাঁদনী রাতে, দেখ যদি মোহে, এক নাক্ষত্র গগন।
তব আঁখিরে করিয়া সাথী, মাপিয়াছ তুমি, চিতাবাঘ, কালো মাম্বা, শত ক্ষিপ্র পাখির গতি,
তবু নয় যে ধারণা আদতে তোমার, হাঁটন বোরাকের বিজলি আমার, ধাবন জিবরাইল-জ্যোতি।
নগণ্য নর তুমি এক, নও যে আমার তুলনার লায়েক, উপমা তব সমীপে মম, ঐ লিলিপুটের কদম,
ধর মেলে তব অক্ষিজ্যোতি, আমিই সেই মহামতি, দেবই যাহার দম, পদচিহ্ন যে মম, ঐ জাবালের আদম।

Rows	Worth for Comparison
1	Why are you boastful,
2	On this earth?
3	I am a daylight's sun,
4	Don't show me the light of your torch.
5	I am the container of salts as a vast sea,
6	Don't pour a pinch of salt on my wavy body.
7	You have seen Himalayas in Nepal as the earth's highest mountain (Everest),
8	In guise of the ocean, I possess also Himalayas, which are thousands in number.
9	Across the fields of farmers, the fireflies fly over them, then do not compare to
10	If you see me one day, with your beloved, at a moonlit night, I look as a starry sky.
11	By dint of your eyes, you hasve measured the speeds of cheetahs, black mambas, a hundred swifts,
12	But, you don't have idea that my walking is Buraq's lightning, and my running is Jibrail's light.
13	You are a trivial man, you are not worth comparing with me, your allegorical image before me is that liliputian feet,
14	Spread the light of your eyes, it is I who am that great, whose breath is God, my footprints stand for the mountain's Adam.

চায় ওরা একটুখানি ভক্ত

এই দুনিয়ায়,
সময় খেলে যায়।
শোষকদের শ্যাম জালে,
শীর্ণ তাঁরা কাল থেকে মহাকালে।
খোরাকের যাতনায় তাঁদের সারা গায়,
কুরে কুরে খিদে খায় গরিবানার তাড়নায়।
কড়িপাতি নেই ওদের, নেই ওদের আপাত বল,
আছে শুধু দেহ হাড্ডিসার, সেটাই অদ্যকার সম্বল।
কত যে ভাত প্রচেতায় হয় নিপাত, দেখানো ধনগর্বের ছলে,
গলেনা তবুও মর্মস্থলটি যেন সার্থ শাসিতাদের, ভুখাদের নয়নজলে।
ক্ষমতার জোরে, বিত্তের বলে, ঝরায় প্রতাপীরা নীরিহ নরদের কত না রক্ত,
তবুও অর্থ নয়, বিদ্যা নয়, নয় কোনো শান্তি, চায় শুধু ওরা যেন একটুখানি ভক্ত।

Rows	They Want a Little Rice
1	In the world,
2	Times keep playing.
3	In the dark net of exploiters,
4	They are bony at all times.
5	Their entire bodies are in the pain of foods,
6	Hungers eat them gradually due to the torture of poverty.
7	They do not possess neither money nor power,
8	They merely have skeletal bodies as funds now.
9	Lots of rice are thrown by the rich into the sea,
10	Despite that, the hearts of wealthy rulers are not melted by the tears of the hungry.
11	By the strength of power and treasure, the powerful men shed the huge bloods of innocents,
12	In spite iof that, they want neither lore nor peace, they only want a little rice.

চল হারাই

একটি মোরা,
সদা রইলে বাঁধা।
কভু এই ভাঙ্গলে জোড়া,
কইবে হোরা, সদা রইবো আধা।
রহস্য ভরা প্রকাশ্য, তাহার দু লোচন,
শব্দে পাই শুধু সীমিতকে, অসীম যার মন।
রাত্রির শয়নে, পায় সে যবে স্বপনে, অজানা ভয়,
ধরি জড়িয়ে তারে, ওই চাঁদিনি আঁধারে, যায় মিলে হৃদয়।
কেঁপেছি আমি শীতের চাদরে, হয়েছি ষদুষ্ণ, তাহার দরদী আদরে।
'স্বর্গের প্রহরী' মোরই নাম, রাশিচক্রের কন্যা ও মারিয়াম! চল হারাই সাদরে।

Rows	Let's Get Lost
1	We are singular,
2	If we get tied
3	In case, this pair gets broken,
4	Astrological book will say: you (both) will remain half.
5	Her two eyes express full of mystery,
6	Words can present her limitedly, (in fact) her heart is unlimited.
7	When she gets scared unknowingly at night on the bed,
8	I hug her in moonly darkness, (that is how) our hearts get embraced.
9	I have got shivered in the cloak of winter, I have become hot by her warm caress,
10	'Guard of Paradise' is my name, you are Virgo in Zodiac, O Mariam! Let's get lost fondly.

সমীপে শয়তান!

‘হও সাবধান!
ওহে দম্ভী সুলতান!
মনুষ্য আমি, রূপে শয়তান,
হয়েছি অমিত্র, জেনে তুমি গরীয়ান।
মার্গ তব ন্যায়, রও একলা, নও অসহায়,
মিঠে আমি মধুর ন্যায়, শীতল প্রকৃতি তুষার প্রায়,
দিলে পীড়া একটিবার, হব নিসুদক দুবার, তব আত্মার’।
শুনে কহি আমি: ‘ওরে নরাধম! হও যদি ক্ষম, এস সামনে এবার,
কর যদি আঘাত একটিবার, পরিণামে করিব বিনাশ তোমা, তব সংসার।
হবে স্বর্গ তব মম পায়ে, না হও যদি তুষ্ট এ রায়ে, গড়িব নরক অস্তিত্বে তোমার’।

Rows	Before Satan!
1	‘Be careful!
2	O haughty Sultan!
3	I am a mortal in the guise of Satan,
4	You are superb, knowing that, I have become foe.
5	Your path is righteous, you are solitary, not helpless,
6	I am as sweet as honey; my calm nature is almost like snow.
7	If you pain me once, I will be the slayer of your soul twice.’
8	Having heard, I say: ‘O Potty Man! If you are capable, come before me,
9	If you hit me just the once, I must terminate you entirely as a consequence.
10	Your paradise will be at my feet, if you do not satisfy with this verdict, I will build a hell in your life.’

ভাষার আত্মকাহিনী

কালের চিহ্ন আমি,
রূপে প্রভূত রঙিন ভাষা,
কোরান, পুরাণ, বাইবেল, বেদে,
ধর্মে, কর্মে, কত দেবদেবীর, কিস্‌সা খাসা খাসা।
শৈলের গুহায়, কখনো শিলার গায়, যেন মোরই বিচরণ,
সৃজনের পর থেকে, প্রত্যেক যুগে যুগে, গোরে রাখিয়াছি মুই চরণ।
ইবরাহীমের বোল আমি বর্ণ কীলকাকার, বউ হাজেরার বুলি হয়ে চিত্রলিপি তার,
পুত্র ইসমাইলের আরবি আমি, গুরু জুরহুম গোত্র, কোরানের গীত লিখে, খোদা গীতিকার।
মিশরীয় প্যাপিরাসে, কত শত চিত্র হাসে, মিশরের শম্‌শীর, আঁকিয়া তসবীর, দিল সিনাইরে লিখা ধার,
সেই সিনাইয়ের সড়ক দিয়ে, ভাষা কতক আনিলাম নিয়ে, হিব্রু পুরান, গ্রিক আর রোমান, দিয়া পাড়ি পারাবার।
দার্শনিকদের দুর্মূল্য দর্শন, থেলিস হইতে মোহাম্মদ শেখ, তাহারই নিদর্শন, থাকে বেঁচে মোর মাঝে, সকল ইতিহাস,
দিয়ে বাদ আমায়, নয় আদৌ সাহিত্য কোনো, দেবের দুনিয়ায়, বিজ্ঞানের যত তত্ত্ব, সভ্যতার অস্তিত্ব, নয় কি আমার চাষ?

Rows	Autobiography of Language
1	I am the mark of time,
2	My face shows various colorful languages.
3	In the Quran, the Puranas, the Bible, the Vadas,
4	A number of lovely stories of deities, found in religious practices.
5	In the caves of mount, on the stones at times, I roam around,
6	After the creation, in every epoch, I place my legs on earth.
7	I am the tongue of Ibrahim as cuneiform, his spouse Hajira's language is hieroglyph,
8	I am the Arabic of son Ismail, whose mentor is Jurhum tribe, having written the Quran, God becomes lyricist.
9	In Egyptian papyruses, numerous pictures smile, having drawn images, the Egyptian sword lent writing to Sinai,
10	On the way of Sinai, I brought a few languages, Old Hebrew, Greek and Roman by the sea.
11	Philosophers' valuable thoughts are the examples from Thales to Mohammad Sheikh, all histories survive in me,
12	Without me, there is no literature in God's world, scientific theories, presence of civilizations, aren't these my cultivations?

৮৯১.৪৪১০৪৫

তুমি ডিডিসি কবিতার

891.441045

You are the DDC of Poem

মুহম্মদ আবদুল মান্নান কাব্যকবির (জন্ম: এপিল ১৪, ১৯৪০)

Muhammad Abdul Mannan Kabbokabir (DOB: April 14, 1940)

নারীর তিন গুণ

নারী যত দুনিয়ার,
রইলে তিন গুণ, ধন্য সংসার।
ক্রোধে হাস্য, অল্পে তুষ্ট, যে নারী রয়,
দুঃখে দেয় সে সান্ত্বনা, অধীর নিজে না হয়।

Rows	Three Qualities of Ladies
1	The world will be blessed,
2	If there are three qualities in ladies on earth:
3	Smiling in anger, happy by getting a little,
4	Consoling others in grief, but she does not be impatient herself.

নারীর তিন দোষ

বিশ্বে নারী যত,
আছে আজও বিদ্যমান।
মানুষ তারাও নিয়ে দোষ শত,
তিন দোষে দোষী হলে খারাপে প্রমাণ।
সমস্যা সামান্যে, হয়রে রোষদীপ্ত যে জন,
দুঃখ পেয়ে, অধীর হয়ে, করে সে আস্ফালন।
সদা মেতে ঝগড়ায়, তুলে সে মাথায়, আপনার বাড়ী,
এ তিন লক্ষণ যার রয়, তারেই সব কয়, কু-স্বভাবা নারী।

Rows	Three Blames of Ladies
1	The ladies of world,
2	Who are still in existence.
3	They are also mortals with blames,
4	Among them, who have three vices are bad in proof:
5	Who are so furious due to a few problems,
6	Who become impatient and cry with bragging, having got woes,
7	Who make sick environment in own house by quarrelling with others all the time.
8	If the three signs appear in ladies, then they are called commonly as ghastly ladies.

নামাজ

অজু করি,
নামাজ পড়ি,
বান্দা আমি আল্লার,
করি ব্যায়াম, পাঁচটিবার।
খাড়া থেকে বেঁকে, করি রুকু হাম,
সেজদায় জপ করি, আমি প্রভুর নাম।
এইভাবে পড় নামাজ, ওহে সকল মুসলমান!
দেহখানা সুস্থ রবে, রেখো জেনে প্রত্যেক পূণ্যবান।

Rows	Offering Prayer
1	I perform ablution,
2	I offer prayer,
3	I am an obedient servant of Allah,
4	I do physical exercise for five times.
5	I raise and bend by doing ruku,
6	I call the Lord in prostration.
7	In this way, offer prayer, Hey all Muslims!
8	Your physique will stay well, O every virtuous mortal!

বাঙ্গালী-বাংলাদেশ

বাংলাদেশ,
রূপের নেই শেষ,
নয়কো এরা পরাধীন,
দেখায় তারা বিজয়ের চিন।
বাঙ্গালীরা সেই বীরপুরুষ যোয়ান,
রেখেছে তারা একাত্তুরে, এরই প্রমাণ।
নত মস্তক নয় এরা, বীর দর্পে মারে হাক!
জগতের সেরা বীর তারা, আমেরিকার লাগে তাক!
বায়ান্ন-একাত্তুরের লোহিত রক্তে গড়া, বাংলার এই মাটি,
সে যে নিষ্কলুষ স্বীয় মাতৃভূমি, ওসে অনাবিল স্বর্ণের চেয়ে খাঁটি।

Rows	Bengali-Bangladesh
1	Bangladesh,
2	That has immeasurable beauty.
3	They (Bengalis of Bangladesh) are independent,
4	They always show the sign of victory.
5	The Bengalis are those heroes,
6	Who proved their courage in 1971.
7	They never surrender, they roar boldly,
8	They are the best heroes in the world, even America gets astonished!
9	The land of Bangladesh, outlined by the bloods of 1952 & 1971,
10	This is my sacred motherland, which is purer than gold.

পেলে ফুলের সুবাস

ফুল সম হবে,
পেলে ফুলের সুবাস,
দেখগো ভেবে তুমি তবে,
সুবাসেরে কি ঢাকেনা কুবাস?
সুবাসিত ফুলের নিচে মৃত্তিকা রয়,
ফুলের পরশ পেয়ে তাহা, ঘ্রাণযুক্ত হয়।
জীবন-কাহিনী এইভাবে তোমার, করিলে গঠন,
বিশ্বখ্যাতি করিবে লাভ, সাথে কর যদি গভীর পঠন।

Rows	After Getting the Fragrance of Flower
1	You will be equal to a flower,
2	Having got the fragrance of flower.
3	Then you think,
4	Doesn't bad smell conceal the good smell?
5	The soil stays under the scented flowers,
6	Having got the touch of flower, that (soil) becomes balmy.
7	In this way, if you structure your story of life,
8	By studying deeply, you will shine in life with fame on earth.

আব্বার স্মরণে

খুব কান্না আসে,
পড়িলে আব্বারে মনে।
নয়নে আমার যে নাহি ভাসে,
তাহার মত উদার মানুষ এই ক্ষণে।
লেখাপড়ার জন্য কত, শাসন করতো হাতে,
খাবার সময় ভালো খাবার, দিত সে আমার পাতে।
আদর দিয়ে, সোহাগ দিয়ে, করেছে বড় আমারে কত!
তাহার তরে ব্যথিত এই মনটি আমার, কাঁদে আজও অবিরত।
রেখো সদা তুমি বেহেশতে তারে, ওগো আল্লাহ্! ওহে পরম দয়াময়!
থাকুক সে সতত তৃপ্তিময়, শান্তি-সুখের ফোয়ারা সেথা, যেন চিরকাল বয়।

Rows	To the Memory of Dad
1	Cry comes extremely,
2	When dad's memory comes into my mind.
3	No scene comes into my eyes now,
4	Except my father as a virtuous man.
5	For reading and writing, he used to steer me in the right direction,
6	In the dining time, he used to serve the delicious foods in my plate.
7	He grew me up by his love and affection,
8	I miss him and I still cry for him constantly.
9	O kindest Allah! Please! Take him (dad) to paradise,
10	So that he can stay happy there for ever.

ডাকঘর

ডাক ব্যবস্থা,
জাগে এক বিস্ময়!
গড়ে তোলে গহন যোগসূত্র,
সমুদয় অতিশয় এই দুনিয়াময়।
জালের মত একটি দৃঢ় মানব বন্ধন,
ভাবের আদান-প্রদান, মানুষের মহামিলন।
মনের আকুতি ভরা কথামালা, খুশী-বেদনার গাঁথা,
সামান্য মূল্যের খামে, পোস্ট কার্ডে হয়, সঞ্চিত যত কথা।
নিরলস একজন শুভার্থীর ন্যায়, এই ডাককর্মীর নিঃস্বার্থ সেবায়,
ডাকঘরের মাধ্যমে দূরস্থ অঞ্চলে, প্রাপকের হাতে সযত্নে পৌঁছে যায়,
প্রশান্তি আনে সেই প্রাপকের মনে, ডাকঘরের ঐ ডাককর্মীর স্বার্থহীন সেবায়।

Rows	The Post-Office
1	System of post-office,
2	Wonderment arises in me.
3	It forms profound links,
4	Around the whole world.
5	Like a network, it is a bondage of human beings,
6	Assembly of human beings by transferring words.
7	Earnest words of hearts are the odes of joy and sorrow,
8	Collection of words of post-card inters into the low-priced envelope.
9	Like an industrious friend, the selfless post-man,
10	Send the letters to the receivers of remote areas safely through the post-office,
11	It brings the peace inside the hearts of receivers by means of the selfless service of post-office.

পাত্রী দেখা

মেলে বিজ্ঞজন,
দেখে পাত্রী যেইক্ষণ।
চকচকে চোখ, লিকলিকে জিভ,
দু'পেয়ে জীবগুলো করে বসে জরিপ।
করে যাচাই ওজনে, হয় জর্জরিত পাত্রী প্রশ্নতীরে,
মনোপূত হলে ফুর্তি, ভোজনে পেট পূর্তি, কন্যাদাতার নীড়ে,
চলে দর কষাকষি, চাপা পড়ে যায়, কন্যার পিতার সকল আরজি,
নিয়ে বুকে কষ্ট, রাখে মুখে তুষ্টি ঐ কন্যার জনক, এটাই প্রথার মার্জি।
পুত্রের দর বেশি এই সমাজে, করে পুরুষত্বের মাড়াই, চলে বংশের বড়াই,
আর কন্যার বাপের গতিক? আয়ত্বের বাইরে গেলে চলে, তুষাণলে পুড়ে হয় সে ছাই।

Rows	To Witness the Bride
1	Wise people appear
2	When a bride is witnessed by them.
3	Their eyes look bright, and tongue seems wet,
4	They are the animals of two legs, who criticize the bride.
5	They examine the bride and smash the bride by their arrows of questions,
6	If they are satisfied, they have fun; they eat well in the home of bride-giver.
7	Bargaining takes place, the all wishes of the bride's father are covered,
8	Taking soreness in heart, that bride's daddy smiles visibly, it is the tradition of society.
9	The bridegroom is more costly in the society, he shows the pride of manliness, and dignity of lineage,
10	What about that bride's dad? If it goes beyond his ability, he is burned into ashes by social pain.

নিষ্প্রভ অনল

দেখেছি তোমায়,
কালের গভীরে এ ধরায়,
মিলন যাচনায়, প্রত্যাশি তোমায়,
শীতল করিতে প্রাণ, দিলে কত সায়।
পরশবিহীন থেকেছি আমি, ছিলামও সদাই,
বাসনার বন্যায় তুমি, দাওনি কভু আমারে ঠাঁই।
নিভাতে জ্বলমান আগুন, মোরে কতবার বলেছিলে,
পারিনি কখনো আমি, রহিতে কলেবরের প্রাণ নিরিবিলে।
চিরদিন ওই দাহক অঙ্গার হয়ে, রহিলে তুমি হৃদয়ে আমার,
হলে একদিন দেহান্ত আমার, পরপারে পাই যেন দর্শন তোমার।

Rows	Lusterless Fire
1	I saw you,
2	On earth in the depth of times.
3	I wanted to meet you so badly,
4	You responded many times to pacify my soul.
5	I was always with no touch of you,
6	You didn't give me any room in the floods of my lust.
7	You used to tell me many times to extinguish the burning fire of my heart,
8	I could not do that, because I was alive with youth.
9	Being that constant fire, you are dwelling in my heart,
10	After my death, I eager to meet you in afterlife.

সূর্য

জানে সকলে,
এই নভোমণ্ডলে,
চলেছে সূর্য প্রেম করে,
পৃথিবীর সাথে, ঐ প্রভুর বরে।
গ্রীষ্মের দুপুরে, সেই সূর্যের খরতাপ,
ছাঁতি ফাটে চাষীর, ক্ষেতে জাহান্নামের শাপ।
ভাস্করের অদৃশ্যে, দেখিবে না আদৌ, ছায়া তবে,
দাঁড়ানো রোদে, দেখিবে মানবের বিম্ব, মোদের ভবে।
না থাকিলে সূর্য, এই রাতের মর্যাদা, না কোনোদিন বুঝিতে,
না হলে সূর্য অস্তমিত, পাবেনা নিশির পরশ, চন্দ্র কোথা খুঁজিতে?

Rows	The Sun
1	Everybody knows,
2	In this solar world,
3	The sun is making love,
4	With the world by the wish of that Lord.
5	The heat of the sun at noon in the summer,
6	The farmers cultivate with hardship, because there is the suffering of hell in land.
7	When the sun disappears, you will not perceive any shadow by any means,
8	In the sun, you will witness the shadow of human being on human earth.
9	With no sun, you will never understand the importance of night,
10	If the sun doesn’t set, you won’t get the touch of night, where will you seek the moon?

‘808.8145’ আর ‘–1045’-এর তরে,
আয়রে ‘পিরামিডাল কবিতা’ DDC-এর ঘরে

- মহারানা মৃগেন্দ্র আচারিয়া

টাঙ্গাইলের যশস্বী কবি ও সাহিত্যিক মুহম্মদ আবদুল মান্নানের নাম অনেকেই শুনে থাকবেন, যিনি ১৯৯৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক ‘কাব্যকবির’ উপাধিতে ভূষিত আর সাথে পদকপ্রাপ্তও হন, এবং ১৯৯৮ সালে ইংল্যান্ডের হুজহো ক্যামব্রিজ কর্তৃক ‘ইন্টারন্যাশনাল ফার্স্টম্যান’ হিসেবে আখ্যায়িত হন। অধিকন্তু, তিনি ২০০১ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের মাধ্যমে সম্মাননা লাভ করেন। তিনি পূর্বে কোনো এক সময়ে, ***নসব নামা*** নামক একক কবিতার একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। সেই পুস্তিকার রচিত কবিতাটিতে, একজন অখ্যাত ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন:

“প্রথম ছেলে রিদওয়ানুর রহমান নাম,
লেখা পড়ায় অতি পাকা রাখিবে সুনাম।
কবি সাহিত্যিক হতে পারে নিদর্শনে পাই,
সাহিত্য ভূবনে সে পাবে উচ্চ ঠাঁই।”

উপরের কাব্যিক উদ্ধৃতি খেকে এটা স্পষ্ট, সেই অখ্যাত ব্যক্তির নাম ‘রিদওয়ানুর রহমান’। যদিও, তিনি শিক্ষাজীবনে নিখাদ ‘ভাল ছাত্র’ নামক খ্যাতি কখনই লাভ করেননি। পরে অবশ্য কবি আবদুল মান্নানের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তিনি ভাল ছাত্র হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। ২০১৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ’ ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষের M. A. in EISLM প্রোগ্রামের ছাব্বিশতম ব্যাচ থেকে প্রথম গ্রেডিং পদ্ধতিতে পরীক্ষার প্রবর্তন করে। ঐতিহাসিকভাবে, ‘রিদওয়ানুর রহমান’ সেই M. A. in

EISLM প্রোগ্রামের সর্বপ্রথম গ্রেডিং পদ্ধতির পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করা সর্বপ্রথম গর্বিত শিক্ষার্থী। এই 'রিদওয়ানুর রহমান' আর কেউ নয়, 'পিরামিডাল কবিতা' নামক গড়নমূলক কবিতার প্রকৃত স্রষ্টা 'সুলতান মোহাম্মদ সম্রাট শেখ', যাকে সংক্ষেপে 'মোহাম্মদ শেখ' বলা হয়।

জনাব মোহাম্মদ শেখ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি অনার্সে অধ্যয়নরত অবস্থায়, পিরামিডাল কবিতার প্রাথমিক প্রকল্প তৈরি করেন, এবং এর বিস্তারিত ব্যাখা হিসেবে একটি চমৎকার সাহিত্য তত্ত্ব ***The Sultanate of Pyramidal Poem*** (অপ্রকাশিত) লেখা আরম্ভ করেন। বস্তুত, উনি এই তত্ত্বটির কাজ ২০০৯ সালের শেষের দিক থেকে শুরু করেন, এবং ২০১৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে সমাপ্ত করেন। ২০১২ সালের ৫ এপ্রিল, পিরামিডাল কবিতার অনন্য স্রষ্টা হিসেবে ***দি ইন্ডিপেনডেন্ট*** পত্রিকায়, ওনার একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়, যার শিরোনাম ছিল "Catching up with an Unconventional Poet"। কবিতার সবচেয়ে আধুনিক গড়ন হিসেবে, 'পিরামিডাল কবিতা' বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে কাব্যের এক স্বতন্ত্র মনশ্ছবি, যা একবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য জগতে মোহাম্মদ শেখের প্রবর্তিত চিন্তন হিসেবে বিবেচিত। তা সত্ত্বেও, আধুনিক গ্রন্থাগারিকতার জনক মেলভিল ডিউই (১৮৫১-১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ) প্রবর্তিত ***Dewey Decimal Classification and Relative Index***-এ প্রধান শ্রেণী এবং নোটেশন হিসেবে স্থান পায়নি। ফলে এই প্রবন্ধটিতে, ***Dewey Decimal Classification and Relative Index***-এ পিরামিডাল কবিতার জন্য প্রধান শ্রেণী '808.8145' এবং নোটেশন '–1045' (T-3B) অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

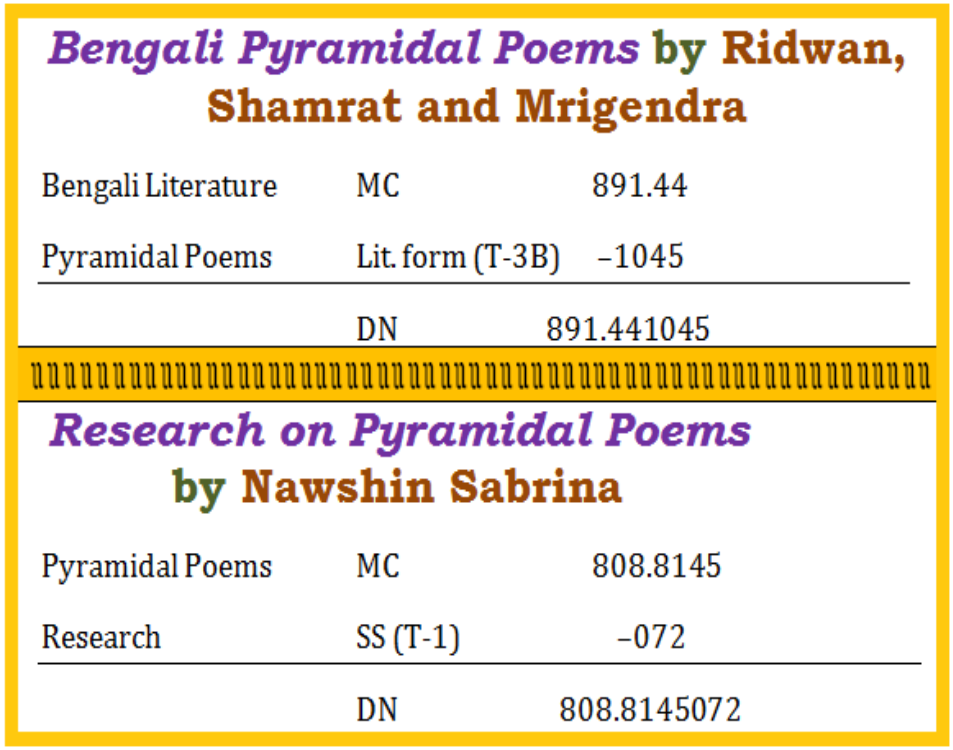

Bengali Pyramidal Poems by Ridwan, Shamrat and Mrigendra

Bengali Literature	MC	891.44
Pyramidal Poems	Lit. form (T-3B)	–1045
	DN	891.441045

Research on Pyramidal Poems by Nawshin Sabrina

Pyramidal Poems	MC	808.8145
Research	SS (T-1)	–072
	DN	808.8145072

প্রস্তাবিত প্রধান শ্রেণী '808.8145' এবং নোটেশন '–1045' (T-3B)-এর কল্পিত প্রয়োগ

প্রসিদ্ধ পুরাতন কবিতার গড়ন নিয়ে কথা বলতে গেলে, আমাদের চোখের সামনে সহজেই ভেসে ওঠে হাইকু, সনেট, ওড, এবং ব্যাল্যাড। এই গড়নমূলক কবিতাগুলির জন্ম হয়েছিল মেলভিল ডিউইর জন্মের বহু আগে। এ কারণেই এই গড়নমূলক কবিতাগুলি ***Dewey Decimal Classification and Relative Index***-এ সহজেই তাদের নিজ নিজ প্রধান শ্রেণী এবং নোটেশন লাভ করেছে। অপরদিকে, আধুনিক গড়নমূলক কবিতা হিসেবে পিরামিডাল কবিতার জন্ম হয়েছে ২০০৯ সালে, অর্থাৎ ডিউই সাহেবের মৃত্যুর অনেক পরে। যদিও, আমার নিজের দেখা হাইকু ধরনের গড়নমূলক কবিতাটি ***Dewey Decimal Classification and Relative***

Index-এর ১৯ তম সংস্করণে, নিজস্ব প্রধান শ্রেণী '808.8145' এবং নোটেশন '–1045' (T-3B) আদৌ লাভ করেনি। পরে অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অধ্যয়নকালে ***Dewey Decimal Classification and Relative Index***-এর ২৩ তম সংস্করণে, হাইকুর নিজস্ব প্রধান শ্রেণী এবং নোটেশন আমার দৃষ্টিগোচর হয়। অনেকে পিরামিডাল কবিতাকে 'ছবিতা' (Concrete Poem/Shaped Poem) হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন। কিন্তু পিরামিডাল কবিতা আদৌ 'ছবিতা' নয়, বরং এটি হাইকু, সনেট, ওড, এবং ব্যাল্যাডের মতই খাঁটি গড়নমূলক কবিতা। অতএব, গড়নমূলক কবিতা হিসেবে পরামিডাল কবিতার জন্য নিজস্ব প্রধান শ্রেণী এবং নোটেশন নির্ধারণের সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া নিম্নে প্রদত্ত হল:

কবিতার বিভিন্ন ধরন	নোটেশন (Table-3B)	সম্ভাব্য প্রধান শ্রেণী
Lyric Poetry	–1**0**4	808.8**14**
Haiku	–1**0**41	808.8**141**
Sonnets	–1**0**42	808.8**142**
Odes	–1**0**43	808.8**143**
Ballads	–1**0**44	808.8**144**
Pyramidal Poems	**–1045**	**808.8145**

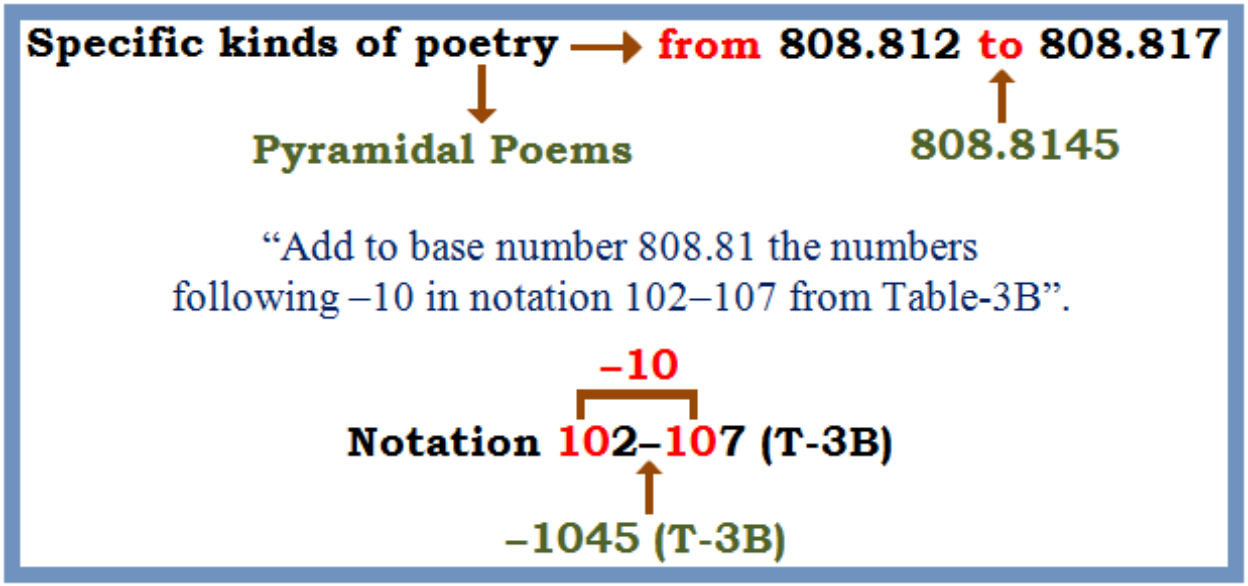

সংখ্যার ব্যাপ্তি অনুসারে '808.8145' এবং '–1045' (T-3B)-এর গ্রহণযোগ্যতা

অতএব, আমরা '808.81'-কে ভিত্তিগত সংখ্যা হিসেবে পাচ্ছি, যার সাথে নির্দেশনা অনুযায়ী '–10'-এর পরে Table-3B থেকে নেওয়া নোটেশনের শেষাংশ '45' যোগ হবে। সত্যি বলতে, নোটেশনের শেষাংশের এই '45' সংখ্যাটি আমাকে ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত ফরাসি জ্যোতিষী ও ভবিষ্যদ্বক্তা নস্ত্রাদামাসের ***Les Propheties*** বইতে "Century-1"-এর 45 নম্বর চতুষ্পদী শ্লোকের কথা মনে করিয়ে দেয়। কার্যত, ফরাসি ভাষায় লেখা নস্ত্রাদামাসের এই 45 নম্বর চতুষ্পদী শ্লোক সম্ভবত বিংশ-একবিংশ শতাব্দীর সুলতান মোহাম্মদ সম্রাট শেখকেই ইঙ্গিত করছে:

"Secteur de sectes grand peine au delateur,
Beste en theatre, dresse le jeu scenique,
De faict antique ennobly l'inventeur,
Par sectes monde confus et schismatique."

"তিনি প্রতিষ্ঠাতা সেই গোষ্ঠীর, যারা তাঁর অভিযোগকারীর সমস্যার কারণ হবে,
রঙ্গশালায় একটি জন্তুর দৃশ্য স্থান করে নিয়েছে,
উদ্ভাবক হিসেবে তিনি মর্যাদাবান, তাঁর প্রাচীন কালীন কাজকর্মের মাধ্যমে,
বিশ্ব বিভ্রান্ত হবে ওনার প্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠীর মতভেদের কারণে।

উপরে উপস্থাপিত ভবিষ্যদ্বাণীর আন্ডারলাইনকৃত অংশ অনুসারে, মোহাম্মদ শেখ তাঁর নিজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে গড়া Nexus of Riblings নামক একটি গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা। এরপর, ওনার বংলা পিরামিডাল কবিতা "জিন্দালাশ" ইংরেজিতে অনুবাদ করা হলে, সেই অনূদিত কবিতাটি নস্ত্রাদামাসের ভাষায় একটি জন্তুর রূপ ধারণ করে। বস্তুত, সেই জন্তুটি মিশরের পুরাকল্পীয় 'স্ফিংক্স' ছাড়া আর কিছু নয়। মিশরের গিজায় অবস্থিত খুফুর গ্রেট পিরামিড, যার কয়েকশো মিটার দক্ষিণ পশ্চিমে কিছুটা ছোট আকৃতির খাফরের পিরামিড, এবং আরো কয়েকশ মিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে মাঝারি আকারে মেনকাউরের পিরামিড মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। গিজায় অবস্থিত চত্ত্বরের পূর্বপাশে বিখ্যাত গ্রেট স্ফিংক্স অবস্থিত। 'স্ফিংক্স' একটি পৌরাণিক জন্তু, যার শরীরের নিচের অংশ সিংহাকৃতির, এবং উপরে মানব মাথার মত। এছাড়া আমরা জানি, মোহাম্মদ শেখ পিরামিডাল কবিতার উদ্ভাবক, যদিও উনি প্রায়ই প্রাচীন ও মধ্যযুগের যুগের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা ও লেখালেখির মাধ্যমে, নানাবিধ অভিনব তত্ত্ব উপস্থাপন করে থাকেন।

Original Egyptian Sphinx and the Pyramid	Imaginary Visage of Sphinx and Bengali Pyramidal Poem

বাংলা পিরামিডাল কবিতার পাশে ইংরেজিতে অনূদিত স্ফিংক্সের মুখমণ্ডল, যেটা নস্ত্রাদামাসের ইঙ্গিতে *The Sultanate of Pyramidal Poem* নামক রঙ্গশালার একটি জন্তুর দৃশ্য

শুরুতেই বলা হয়েছে, অনার্সে অধ্যয়নরত অবস্থায় মোহাম্মদ শেখ পিরামিডাল কবিতার উপর প্রাথমিক প্রকল্প তৈরি করেন এবং এর ব্যাখ্যা হিসেবে একটি চমৎকার সাহিত্য তত্ত্ব ***The Sultanate of Pyramidal Poem*** লেখা আরম্ভ করেন। ওনার এই গবেষণামূলক কর্ম চলাকালীন সময়েই, ২০১০ সালের ১৬ ডিসেম্বর, ওনার প্রথম ইংরেজি পিরামিডাল কবিতা Salute '1971, 16 December' ***দি ইন্ডিপেনডেন্ট*** পত্রিকার **"ইয়াং এন্ড ইন্ডিপেডেন্ট"** নামক পাতায় প্রকাশিত হয়। পিরামিডাল কবিতার অনন্য স্রষ্টা হিসেবে, মোহাম্মদ শেখ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, এই কবিতাটি বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে, কোনো দেশের জাতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত সর্বপ্রথম পিরামিডাল কবিতা। অতএব, এই ঐতিহাসিক পিরামিডাল কবিতাটির অবিকৃত প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত হল:

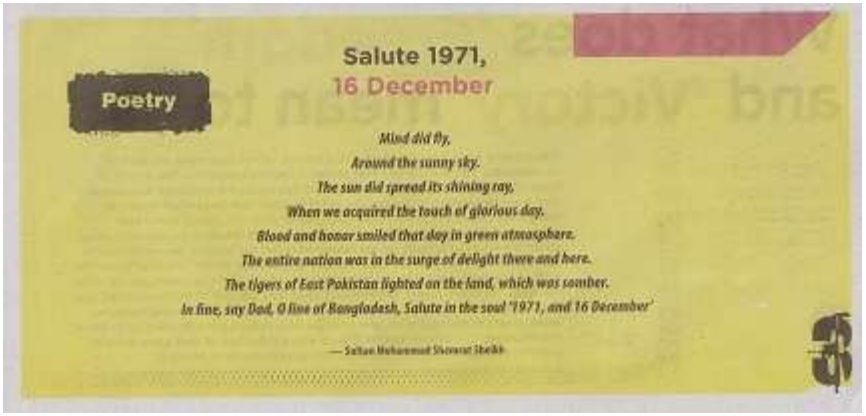

Poetry

Salute 1971,
16 December

Mind did fly,
Around the sunny sky.
The sun did spread its shining ray,
When we acquired the touch of glorious day.
Blood and honor smiled that day in green atmosphere.
The entire nation was in the surge of delight there and here.
The tigers of East Pakistan lighted on the land, which was somber.
In fine, say Dad, O line of Bangladesh, Salute in the soul '1971, and 16 December'

এরপর একে একে, আরো ছাব্বিশটি ইংরেজি পিরামিডাল কবিতা ***দি ইন্ডিপেনডেন্ট*** পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বাংলা ভাষায়ও অনেক পিরামিডাল কবিতা লিখেছেন। যদিও, ২০১৫ সালের জানুয়ারির ১ তারিখে, ব্রিটানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের *VANGUARD* নামক একটি দেওয়াল পত্রিকায় "ভাষার আত্মকাহিনী" নামক বাংলা পিরামিডাল কবিতাটি সর্বপ্রথম সকলের দৃষ্টিগোচর হয়। কার্যত, সেই সময়, তিনি কুমিল্লার ব্রিটানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে খণ্ডকালীন প্রভাষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তথাপি, *VANGUARD* দেওয়াল পত্রিকার উপরের কিছু অংশের ছবি নিম্নে উপস্থাপন করা হল, যেখানে "ভাষার আত্মকাহিনী" কবিতাটি *VANGUARD* শব্দটির বামদিকে সকলের দৃষ্টিগোচর হচ্ছেঃ

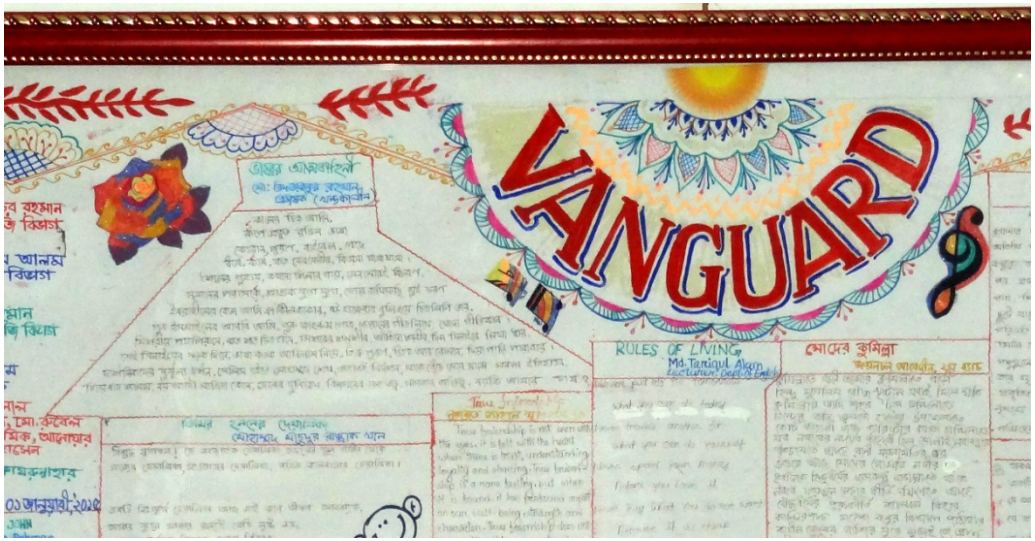

বিগত ২০১১ সালে, মার্কিন গবেষক অধ্যাপক ক্লিনটন বি সিলির লেখা ***A Poet Apart: A Literary Biography of the Bengali Poet Jibanananda Das*** বইটি ফারুক মঈনউদ্দীনের অনূদিত **"অনন্য জীবনানন্দ"** নামে প্রথমা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়। ক্লিনটন বি সিলি সেই বই থেকে রয়্যালটি হিসেবে প্রাপ্য অর্থ ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ না করে, তিনি এই অর্থ থেকে বাংলাদেশের তরুণ কবিদের জন্য কিছু করার প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে, ওনার রয়্যালটির সঙ্গে সমপরিমাণ অর্থ যোগ করে, তরুণ কবিদের জন্য একটি পাণ্ডুলিপি পুরস্কার প্রবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয় 'প্রথমা প্রকাশন' থেকে। যখন ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, ত্রিশ বছরের কম বয়সী কবিদের কাছে পাণ্ডুলিপি আহ্বান করা হয়, মোহাম্মদ শেখ একটি পাণ্ডুলিপি তৈরির খাতিরে, নিজের বিভিন্ন সময়ের লেখা কবিতাগুলো থেকে, আবেগপূর্ণ ভালোবাসা এবং মনস্তত্ত্বিক প্রেম সম্পর্কিত ঊনত্রিশটি পিরামিডাল কবিতা বাছাই করেন। এরপর, সেই অপ্রথাসিদ্ধ পাণ্ডুলিপিটির জন্য "দগ্ধ হৃদয়" শিরোনামটি নির্ধারণ করেন। যদিও, ওনার সেই পাণ্ডুলিপিটি পুরস্কার লাভ করেনি। পরে ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারির অমর একুশে গ্রন্থমেলায়, ওনার সেই পাণ্ডুলিপিটি বিশ্বের প্রথম পিরামিডাল কবিতার বই ***দগ্ধ হৃদয়*** নামে প্রকাশিত হয় 'শিল্পতরু প্রকাশনী' থেকে। এই গৌরবান্বিত বইটির শ্রেণী সংখ্যা হচ্ছে '891.441', যার মধ্যে প্রধান শ্রেণী '891.44' এবং নোটেশন '–1' (T-

3A)। যদিও, মোহাম্মদ শেখ পিরামিডাল কবিতার বইয়ের জন্য প্রধান শ্রেণী '808.8145' এবং নোটেশন '–1045' (T-3B) নির্ধারণ করেছেন, তবে সেটা তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন একটি পিরামিডাল কবিতার বই একাধিক কবির দ্বারা লিখিত হবে।

Bengali Literature	MC	891.44
Poetry	Lit. form (T-3A)	–1
	DN	891.441

'পিরামিডাল কবিতা' আসলে কী? সহজ কথায়, পিরামিডাল কবিতা হচ্ছে এমন এক ধরনের কবিতা, যা অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে প্রাচীন মিশরীয় পিরামিড সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়বস্তুসমূহ নিয়ন্ত্রিতভাবে অনুসরণ করে থাকে। সুতরাং, পিরামিডাল কবিতা সম্পর্কে জানতে হলে, মিশরীয় পিরামিড সম্পর্কিত প্রাথমিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। 'পিরামিড' মিশরীয় ভাষার একটি শব্দ, যা সম্ভবত পিরাম থেকে এসেছে। আবার 'পিরাম' শব্দটি এসেছে রাম বা আরাম থেকে যার অর্থ 'সুউচ্চ হওয়া'। এছাড়াও ধারণা করা হয়, পিরামিড শব্দটি গ্রিক 'পিরামিস' শব্দটি থেকেও উৎপত্তি হয়েছে। আসলে 'পিরামিস' শব্দটির অর্থটি স্পষ্ট নয়, এবং এটা হয়ত পিরামিডের গড়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত। প্রকৃতপক্ষে, পিরামিড হল ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ ভূমি এবং ক্রমোচ্চ গঠনে ঢালবিশিষ্ট, সূক্ষ্মাগ্রশীর্ষ এবং প্রস্তরগঠিত সমাধিমন্দির। যেহেতু আমরা জানি, বিশাল তিনটি পিরামিডগুলো মিশরে অবস্থিত, তাই বিখ্যাত প্রাচীন পালেরমো পাথরে খোদিত ঐতিহাসিক হায়ারোগ্লিফিক চিহ্ন /মসর/ আসলে 'মিশর' বোঝায়, যার সংক্ষিপ্ত হায়ারোগ্লিফিক চিহ্নরূপ হচ্ছে একটি পিরামিড /মর/। যাই হোক, এবার পিরামিডাল কবিতার প্রসঙ্গে আসা যাক। পিরামিডাল কবিতার অনন্য স্রষ্টা সুলতান মোহাম্মদ সম্রাট শেখ ওনার ***The Sultanate of Pyramidal Poem*** (অপ্রকাশিত) গ্রন্থে পিরামিডাল কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন:

"পিরামিডাল কবিতা হচ্ছে 'ডিজিটাল একক পৃষ্ঠা সম্বলিত কবিতা', যার তিন বা চার পার্শ্ব এবং দু পাশের ঢালু পঙ্‌ক্তিসমষ্টি রয়েছে, যেগুলো আপাতদৃষ্টিতে শীর্ষক শব্দকে বা বাক্যাংশকে বা বাক্যকে পিরামিডের ন্যায় আকৃতি ধারণের উদ্দেশ্যে স্পর্শ করে, আবশ্যিক চরণ মিলের প্রয়োগ দ্বারা"।

সাধারণ অর্থে, পিরামিডাল কবিতা হচ্ছে সামগ্রিক লেখার একটি অংশ, যা ভাষা ও ছন্দের মধ্যে আবদ্ধ পিরামিডের রূপধারী ছন্দবদ্ধ পদ। পিরামিডাল কবিতা কিন্তু আদৌ ছবিতা হিসেবে বিবেচিত নয়। মোহাম্মদ শেখের পিরামিডাল কবিতাকে কম্পিউটারের মাইক্রোসফটওয়্যার্ডে টাইপ করার পর, পিরামিডের ন্যায় আকৃতি প্রদান করা হয়। মোহাম্মদ শেখের প্রণয়নকৃত নিয়ম অনুসারে, পিরামিডাল কবিতাকে সম্পন্ন করতে হয় কেবল একটি স্তবকের মধ্যেই। অধিকন্তু, পিরামিডাল কবিতার সর্বপ্রথম পঙ্‌ক্তি আকৃতিতে সবচেয়ে ছোট, এবং সর্বশেষ পঙ্‌ক্তি হবে সবচেয়ে বড়। কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলো একে একে ঢালুভাবে অবস্থান করবে। এছাড়াও, একটি পিরামিডাল কবিতার পঙ্‌ক্তি সংখ্যাসমূহ এর আরম্ভ, ক্রমবিকাশ, এবং সমাপ্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলার কারণে কবিতাটি কিছুতেই তিন পঙ্‌ক্তির কম হতে পারবে না, এবং যার মাঝে চরণমিলের প্রয়োগ বাধ্যতামূলক।

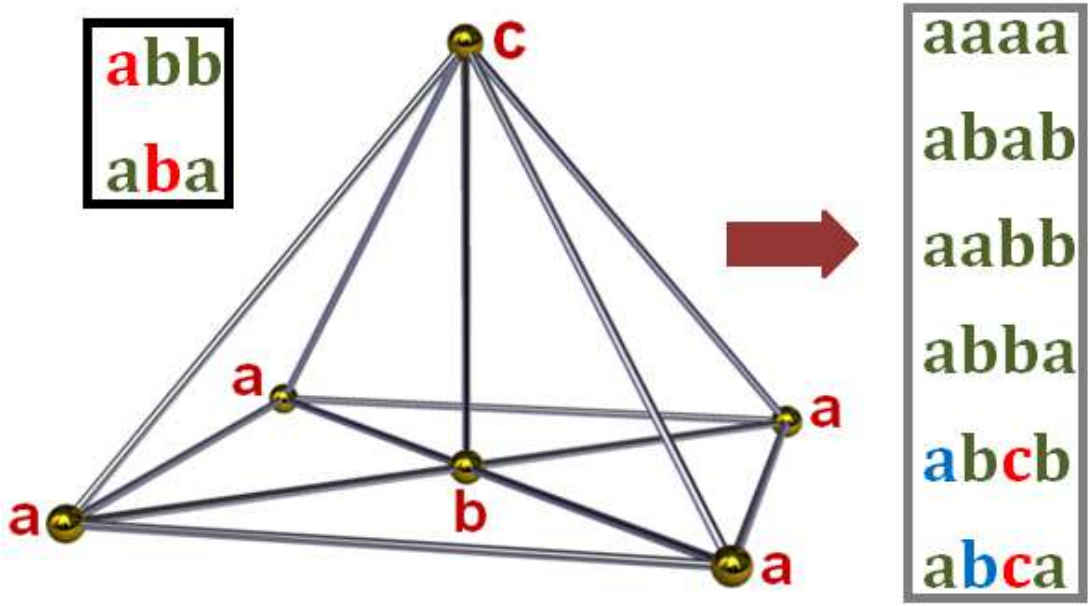

ছয়টি প্রান্ত দ্বারা জ্যামিতিকভাবে গঠিত যথারূপ পিরামিড, যা কাব্যিকভাবে পিরামিডাল কবিতার মিলবিন্যাসে ছয়টি প্যাটার্ন তৈরিতে সহায়তা করে থাকে

একটি পিরামিডাল কবিতা রীতিবর্জিতভাবে যদি তিন পঙ্‌ক্তির হয়, তবে এর মিলবিন্যাস (Rhyme Scheme) অবশ্যই হতে হবে 'abb' অথবা 'aba'। অধিকন্তু, পিরামিডাল কবিতা তিন পঙ্‌ক্তির অধিক হলে, তা জ্যামিতিকভাবে ছয় ধরনের মিলবিন্যাস অধিকার করে থাকে একটি যথারূপ পিরামিডের ছয়টি প্রান্তের সাথে সমন্বয় রেখে। এই ছয় ধরনের মিলবিন্যাস নানাবিধ পিরামিডাল কবিতায় প্রয়োগ করা যেতে পারে। একটি যথারূপ পিরামিডের বনেদে চারটি প্রান্ত রয়েছে, তাই একটি পিরামিডাল কবিতায় প্রতি চার পঙ্‌ক্তির মধ্যে অবশ্যই চরণমিল সংঘটিত হবে। অধিকন্তু, পিরামিডাল কবিতার সর্বশেষ পঙ্‌ক্তি কিছুতেই মিলহীন থাকবে না। তথাপি, পিরামিডাল কবিতার এ সকল মিলবিন্যাসের ছয়টি উৎকৃষ্ট নিদর্শন হচ্ছে 'aaaa', 'abab', 'aabb', 'abba', 'abcb', এবং 'abca'। মোহাম্মদ শেখের Salute '1971, 16 December' কবিতাটি মূলত জ্যামিতিক মিলবিন্যাসের 'abab' প্যাটার্ন অনুসরণ করে, যা নিম্নে উপস্থাপিত হল:

মূল ইংরেজি পিরামিডাল কবিতা	প্রতিটি পঙ্‌ক্তির বর্ণ সংখ্যা	জ্যামিতিক চরণমিলের প্যাটার্ন
Mind did fly,	10 letters	a
Around the sunny Sky.	17 letters	a
The sun did spread its shining ray,	28 letters	b
When we acquired the touch of glorious day.	35 letters	b
Blood and honor smiled that day in green atmosphere.	43 letters	c
The entire nation was in the surge of delight there and here.	49 letters	c
The tigers of East Pakistan lighted on the land, which was somber.	53 letters	d
In fine, says Dad, O line of Bangladesh! Salute in soul '1971, 16 December'.	56 letters including figures	d

কোনো সন্দেহ নেই, মোহাম্মদ শেখের প্রবর্তিত পিরামিডাল কবিতা সাহিত্যজগতে একটি নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে। সাহিত্য সর্বদা মানবজীবনের রসশিল্প হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। জগৎ এবং জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে মনের যে নিবিড় নিভৃত অনুভূতি রসঘন হয়ে যে ধরনের বাণীরূপ লাভ করে তাই সাহিত্য। প্রকৃতপক্ষে, সাহিত্য মানবজীবনের আনন্দ-বেদনার বিচিত্র অনুভূতির শিল্পময় প্রকাশ। শিল্পময় বলেই এই ধরনের প্রকাশ নিরবয়ব নয়। কেননা, কোনো একটি আঙ্গিককে অবলম্বন করেই এর অভিব্যক্তি ঘটে থাকে। এভাবেই, সাহিত্যে বিভিন্ন ধারায় বিভিন্ন আঙ্গিকের উদ্ভব। যে কারণে, পিরামিডাল কবিতা নিজেও এর ব্যতিক্রম নয়। মোহাম্মদ শেখ সাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন:

> "সাহিত্য হল সৌন্দর্যতাত্ত্বিক সমন্বয়ের মাঝে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার চিত্ত প্রভাবকারী সন্ধানীদৃষ্টি, এবং পার্থিব ও আত্মিক পরিণামগুলোর মিলন"।

যাই হোক, মোহাম্মদ শেখ সাহিত্যের শিল্পরূপের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, পিরামিডাল কবিতার অবয়বকে তিনি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন:

(১) অলীক জ্যামিতিক অবয়ব
(২) অলীক অগ্রগতিশীল অবয়ব
(৩) অলীক শারীরিক অবয়ব

অলীক জ্যামিতিক অবয়ব:

জ্যামিতির ভাষায় তিনকোণা পার্শ্ব-বিশিষ্ট এবং চারকোণা ভুমির ওপর অবস্থিত হয়ে, ক্রমচ্চো গঠনে সূক্ষ্ম শীর্ষে অবস্থান করে, তাকেই পিরামিড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, পিরামিডকে চিহ্নিত করা হয় পিরামিড বুনিয়াদের মূর্ত রূপ দ্বারা। সমগ্রভাবে, একটি আদর্শ পিরামিড গঠিত হয় ত্রিভুজ এবং চতুর্ভুজের মিলনে:

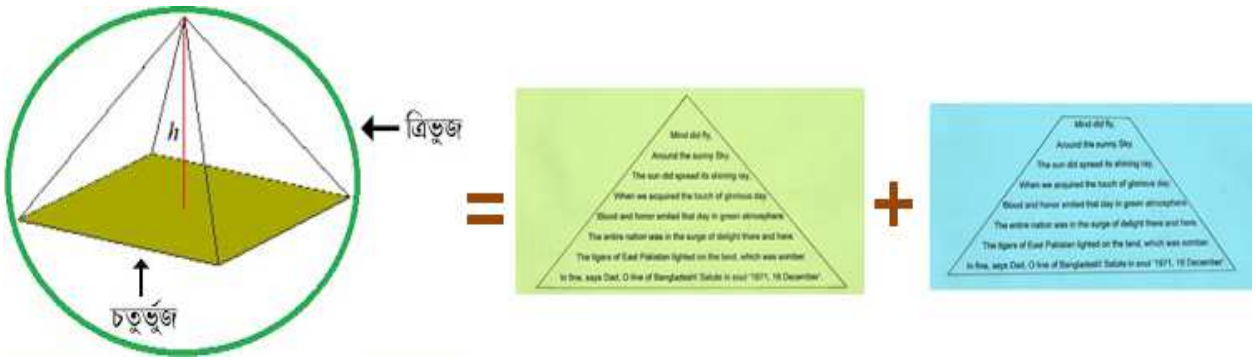

একটি পিরামিডাল কবিতার পঙ্‌ক্তিসমষ্টির মাঝে রয়েছে বাক্যাংশসমষ্টি বা বাক্যসমষ্টি। সবচেয়ে উঁচু শব্দকে বা বাক্যাংশকে বা বাক্যকে বিবেচনা করা হয় ত্রিভুজের সবচেয়ে উঁচু সুচালো অংশ হিসেবে। তারপর, সবচেয়ে নিচের বাক্যাংশের অথবা বাক্যের ডান ও বাম পার্শ্বদ্বয়গুলোকে ত্রিভুজের দুই কোণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সামগ্রিকভাবে, এটা ত্রিভুজাকৃতি গড়নের প্রতিভূ হয় **'ত্রিভুজাকার পিরামিড'** নামক আখ্যার সাথে সমন্বয় রেখে। তথাপি এই ক্ষেত্রে পিরামিডাল কবিতার শীর্ষে ঢাকনা পাথর (আসলে ঢাকনা পঙ্‌ক্তি) রয়েছে এরূপ কল্পনা করে নিতে হবে। কারণ, মিশরের গিজায় অবস্থিত খাপরের পিরামিড, এবং মেনকাউরের পিরামিডের শীর্ষে ঢাকনা পাথর রয়েছে। যার ফলে, এই দুটি পিরামিডটি আমাদের চোখে প্রকৃত ত্রিভুজের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয়। নিম্নে দৃষ্টান্তস্বরূপ:

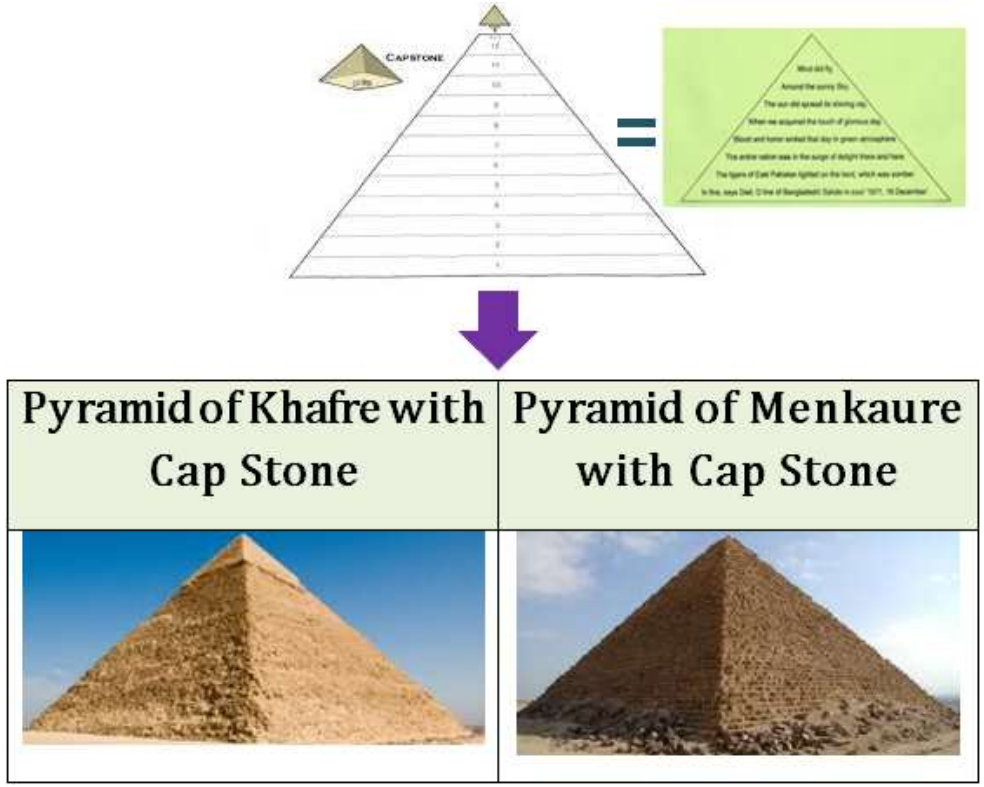

সুতরাং, মোহাম্মদ শেখের পিরামিডাল কবিতা ত্রিভুজাকৃতি গড়নের প্রতিভূ হয় **'ত্রিভুজাকার পিরামিড'** নামক আখ্যার সাথে সমন্বয় রেখে। পিরামিডাল কবিতার শীর্ষে ঢাকনা পাথর (আসলে ঢাকনা পঙ্‌ক্তি) রয়েছে, এরূপ কল্পনা করে নেওয়ার কারণে, মোহাম্মদ শেখ ওনার পিরামিডাল কবিতাকে জ্যামিতিকভাবে খাপরের পিরামিড এবং মেনকাউরের পিরামিডের সাথে তুলনা করেছেন।। যার ফলে, ওনার পিরামিডাল কবিতাটি আমাদের চোখে পরোক্ষভাবে ত্রিভুজের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয়।

এই দৃষ্টিকোণ ছাড়াও, সবচেয়ে উঁচু শব্দের, অথবা বাক্যাংশের, অথবা বাক্যের বাম ও ডান পার্শ্বদ্বয়গুলোকে চতুর্ভূজের দুই কোণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এরপর সবচেয়ে নিচের বাক্যাংশের, অথবা বাক্যের বাম ও ডান পাশ্বদ্বয়গুলোকেও চতুর্ভুজের দুই কোণ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। সামগ্রিকভাবে, এটা এক ধরনের চতুর্ভুজাকৃতি গড়নের প্রতিভূ হয় **'চতুর্ভুজ পিরামিড'** নামক আখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে। সত্যি বলতে, এখানে একটি পিরামিডাল কবিতা ট্রাপিজিয়াম হিসেবে দ্রষ্টিগোচর হয়, যা চতুর্ভুজেরই একটি রূপ। এ ক্ষেত্রে, পিরামিডাল কবিতার শীর্ষে ঢাকনা পাথর (আসলে ঢাকনা পঙ্‌ক্তি) নেই এরূপ কল্পনা করে নিতে হবে। কারণ, মিশরের গিজায় অবস্থিত খুফুর গ্রেট পিরামিডের শীর্ষে ঢাকনা পাথর নেই। যার ফলে, এই পিরামিডটি আমাদের চোখে একটি ট্রাপিজিয়ামের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয়। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ:

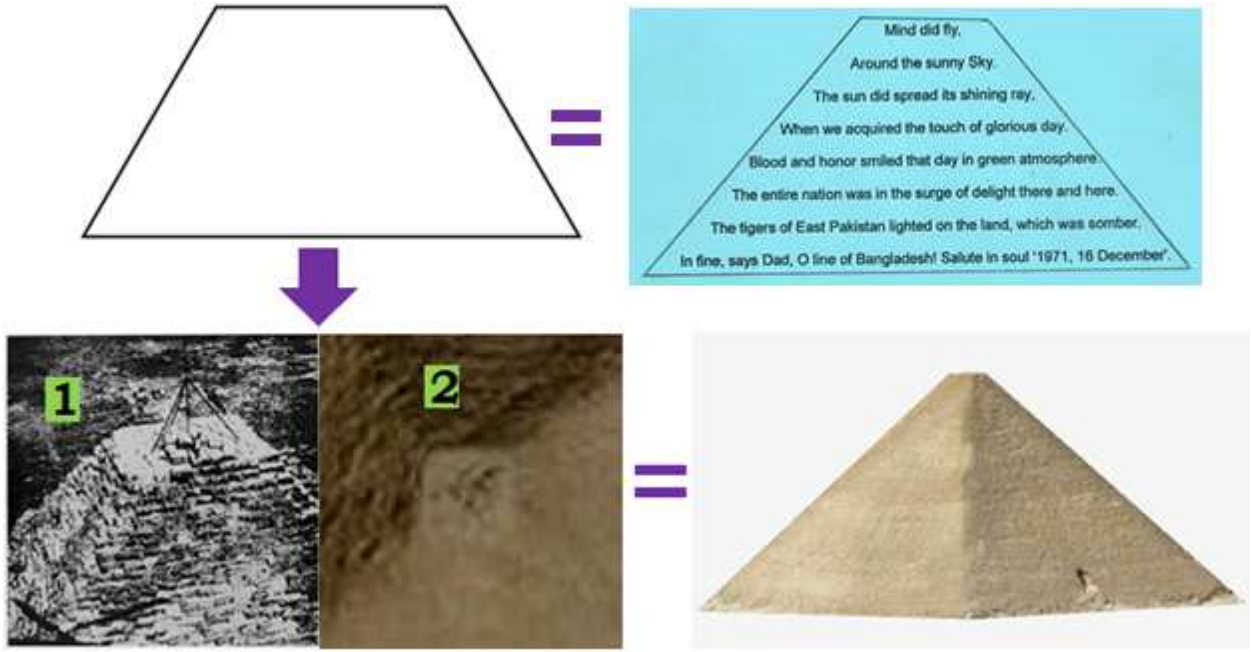

প্রাচীন মিশরের পঞ্চম রাজবংশের সময়কাল থেকে, অর্থাৎ হেলিওপোলিস নামক নগরটির উত্থানের পর থেকে ফেরাউনরা তাদের ঈশ্বরদের পুত্রে পরিণত হয়। যদিও বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের কারণে তারা তাদের প্রথাগত অবস্থান বজায় রাখতে বাধ্য হয়। তীর্থস্থানগুলো পরিদর্শনকালে তারা একমাত্র সূর্য দেবতা 'রা' ছাড়া সমস্ত ঈশ্বরকে নিজেদের সমকক্ষ মনে করত। ফেরাউনরা ছিল তাদের ঈশ্বরদের জীবন্ত প্রতিনিধি এবং একই সাথে ছিল তাদের যাজক। এর ফলে কখনও কখনও তারা চিত্রিত হত এরকমভাবে যে নিজেরাই নিজেদের পূজা করছে, অথবা একই পদ্ধতিতে পরিশুদ্ধ করছে ঈশ্বরদের। তাই সাধারণভাবে ফেরাউনদের বলা হত সমস্ত কিছুর দেবতা এবং সূর্য দেবতা 'রা'-এর চোখ। প্রাচীন মিশরের অষ্টদশ রাজবংশের শাসনামলে, নবী মূসা (আ) ফেরাউন দ্বিতীয় রামেসিসকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে গেলে দ্বিতীয় রামেসিস মূসা (আ)-কে তীব্রভাবে উপহাস করেন যেটা পবিত্র কুরআনে সূরা কাসাসের ৩৮ নং আয়াতে এভাবে উল্লেখ আছে:

সূরা কাসাসের ৩৮ নং আয়াতটিতে 'হামান' হচ্ছে খুফুর গ্রেট পিরামিডের প্রধান স্থাপত্যশিল্পী ও নির্মাতা। এরপর বলা হয়েছে, "কাদা পুড়িয়ে ইট বানাও এবং আমার জন্য সুউচ্চ মিনার তৈরি কর"। এই বাক্যাংশে পরোক্ষভাবে পিরামিড তৈরির কথা বলা হচ্ছে যদিও আমরা প্রায় সবাই জানি পিরামিড পাথরের তৈরি। ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়োন পরীক্ষা করে দেখেছেন যে মিশরের গিজার পিরামিডগুলোতে যে পরিমাণ পাথর আছে তা দিয়ে গোটা ফ্রান্সের চারদিকে দশ ফুট উচু ও এক ফুট ঘন দেওয়াল তোলা সম্ভব। গিজার সবচেয়ে বড় হল ফেরাউন খুফুর গ্রেট পিরামিড যেটাতে ২৩ লক্ষ বা মতান্তরে ২৫ লক্ষ পাথরের ব্লক রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ আবিষ্কার করেছেন যে পিরামিডের শীর্ষের অংশটুকু পাথরের নয় বরং ইট ও সিমেন্টের মিশ্রণে তৈরি। এই আয়াতে আরো বলা হয়েছে "সেখানে (পিরামিডের শীর্ষে) উঠে উঁকি মেরে দেখতে পারি"। এই বাক্যাংশটি সেই স্থানে ওঠার নির্দেশ দিচ্ছে যেটা পিরামিডের শীর্ষাস্থিত স্থানের ঢাকনা পাথর, এবং যেখানে সূর্য দেবতা রা-এর চোখ অবস্থিত বলে বিশ্বাস করা হয়। হতে পারে দ্বিতীয় রামেসিস রা-এর চোখের সাহায্যে দেখবেন, অথবা রা-এর স্থলে বসে নিজেকে দেবতা মনে করার দরুণ নিজের চোখ দিয়ে উঁকি মেরে দেখবেন।

খুফুর গ্রেট পিরামিডটির নির্মাণকাজ খ্রিস্টপূর্ব ২৫৬০ থেকে ২৫৪০ অব্দ-এর মধ্যে সম্পন্ন হয়। সেই প্রাচীন সময়ে গ্রেট পিরামিডের উচ্চতা ছিল প্রায় ৪৮১ ফিট, কিন্তু বর্তমানে এর উচ্চতা ৪৫৪ বা মতান্তরে ৪৫৬ ফিট, কারণ এই পিরামিডটির শীর্ষাস্থিত স্থানের ঢাকনা পাথর চুরি করা হয়েছে কিংবা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বস্তুত, গ্রেট পিরামিডটির শীর্ষাস্থিত স্থানের ঢাকনা পাথর চুরি করা কিংবা সরিয়ে ফেলার দুটি

কারণ অনুমান করা যেতে পারে: প্রথমত হতে পারে ঢাকনা পাথরটিতে সূর্য দেবতা রা-এর চোখ খোদাই করা ছিল, এবং দ্বিতীয় করণ হতে পারে ঢাকনা পাথরটি ছিল সোনার তৈরি। এর প্রকৃত কারণ যাই হোক না কেনো, এই ব্যাপারে পবিত্র ইঞ্জিল শরীফে উল্লেখ আছে:

সুতরাং পূর্বেই বলা হয়েছে, মোহাম্মদ শেখের পিরামিডাল কবিতা এক ধরনের চুতুর্ভুজাকৃতি গড়নের প্রতিভূ হয় **'চতুর্ভুজ পিরামিড'** নামক আখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে। বস্তুত, একটি নিখাদ পিরামিডাল কবিতা ট্রাপিজিয়াম হিসেবে দ্রষ্টিগোচর হয়, যা চতুর্ভুজেরই একটি রূপ। যাই হোক, পিরামিডাল কবিতার শীর্ষে ঢাকনা পাথর (আসলে ঢাকনা পঙ্‌ক্তি) নেই, এরূপ কল্পনা করে নেওয়ার কারণে মোহাম্মদ শেখ

ওনার পিরামিডাল কবিতাকে জ্যামিতিকভাবে খুফুর গ্রেট পিরামিডের সাথে তুলনা করেছেন। যার ফলে, ওনার পিরামিডাল কবিতাটি আমাদের চোখে পরোক্ষভাবে একটি ট্রাপিজিয়ামের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয়।

বামে পিরামিডের উপর 'রা-এর চোখ' হিসেবে দিনের সূর্য, এবং ডানে পিরামিডাল কবিতার শিরোনাম দৃষ্টিগোচর হচ্ছে কবির চোখ হিসেবে

সে যাই হোক, মোহাম্মদ শেখের পিরামিডাল কবিতার শিরোনাম সর্বদা কবিতাটির মাথার উপর মাঝ বরাবর অবস্থান করে। সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে, মোহাম্মদ শেখ পিরামিডাল কবিতার শিরোনামটিকে পিরামিডাল কবিতার কবির নিজ চোখের সাথে তুলনা করেছেন, 'রা-এর চোখ' নামক পৌরাণিক ধারণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে। 'রা'-কে প্রাচীন মিশরের সূর্য দেবতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তথাপি, সূর্য হচ্ছে 'রা-এর চোখ', যা দিনেরবেলা পিরামিডের মাথার উপরে দৃষ্টিগোচর হয়, ঠিক যেভাবে পিরামিডাল কবিতার শিরোনাম সদা পিরামিডাল কবিতার মাথার উপরে অবস্থান করে।

অলীক অগ্রগতিশীল অবয়ব:

প্রাচীন গ্রিক ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটাস নিজের জবানীতে পিরামিড নির্মাণ সম্পর্কে বর্ণনা করেছিলেন। ওনার বর্ণনা থেকে এরকম জানা যায়, সর্বপ্রথমে পিরামিড সিঁড়ির মতো নির্মিত হয়েছিল। পিরামিড নির্মাণে পাথরগুলো ছোট কাঠের ভারার সাহায্যে উত্তোলন করা হয়েছিল, এবং স্থাপন করা হয়েছিল সিঁড়ির ন্যায়। তারপর, পিরামিডের সমাপ্তি কাজ সম্পন্ন হয়েছিল উপর থেকে আরম্ভ করে, এবং নিচের দিকে প্রলম্বিত হয়ে।

অপরদিকে, মোহাম্মদ শেখের কবিতাগুলো দৃষ্টিগোচর হয় পিরামিডাল কবিতা হিসেবে। ওনার পিরামিডাল কবিতাগুলো আরম্ভ ও অগ্রসর হয় উপর থেকে, এবং সেটা ঢালু হয়ে নিচের দিকে প্রলম্বিত হয়, এবং সবশেষে এর সমাপ্তি ঘটে সিঁড়ির ন্যায়। এছাড়াও, পিরামিডাল কবিতা সৃষ্টির জন্য এর একটি চিত্রণ সম্পর্কিত গড়নও রয়েছে, যেটা উপর থেকে আরম্ভ হয়ে সিঁড়ির ন্যায় ঢালু হয়ে পঙ্‌ক্তি স্থাপন করতে থাকে এর সমাপ্তি পর্যন্ত।

পিরামিডাল কবিতার চিত্রণ সম্বন্ধীয় গড়নের সাথে সমন্বয় রেখে, এর অলীক অগ্রগতিশীল অবয়বকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়:

(১) সর্বাগ্রভাগের পঙ্‌ক্তি
(২) মৃত এইটম বা মমি
(৩) বনেদ

মোহাম্মদ শেখ সর্বাগ্রের পঙ্‌ক্তিকে মিশরীয় পিরামিডের সর্বাগ্রাভাগের সূক্ষ্ম পাথরের সাথে তুলনা করেছেন। এটা আরম্ভ হতে পারে কোনো পরিস্থিতি, কোনো সময়, কোনো স্থান, কোনো বস্তু, কোনো কাজের মাধ্যমে। সুতরাং, পিরামিডাল কবিতার পদকর্তার উচিত সর্বাগ্রের পঙ্‌ক্তির মাধ্যমে পাঠককে বোঝানো যে, কবিতাটি আসলে কোন পথে অগ্রসর হচ্ছে।

এরপর, মৃত এইটম বা মমিকে তুলনা করা হয় মিশরীয় মমিকৃত শবের সাথে। মমিকৃত শবকে পিরামিডের অনেক ভেতরে রাখা হয়। অপরদিকে, মৃত এইটম বা মমি শুধু মর্মগ্রাহী সত্ত্বাই নয়, বরং এটি কবিতার বিকাশ সাধনও বটে। অনেকের কাছে 'মৃত এইটম' শব্দদ্বয়ের এর মাঝে এইটম শব্দটি অপরিচিত মনে হতে পারে। এইটমের ইংরেজি বানান হচ্ছে 'Ehtm' যেটা মোহাম্মদ শেখের উদ্ভাবিত বিভিন্ন শব্দের আদ্যক্ষর দ্বারা গঠিত সংক্ষিপ্ত নির্দেশক শব্দ।

মোহাম্মদ শেখ ইংরেজি ভাষায় এইটম (Ehtm) এর সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেন: "Ehtm is the literary person's internal weather, which is psychologically related to the words - *emotion*, *humor*, *temperament* and *mentality*"।

অধিকন্তু, মোহাম্মদ শেখ নিচের টেবিলের সাহায্যে 'Ehtm'-এর মাঝে অধিষ্ঠিত একজন সাহিত্যিকের গুপ্ত এবং শিল্পীজনোচিত অস্তিত্ব অনাবৃত করেন:

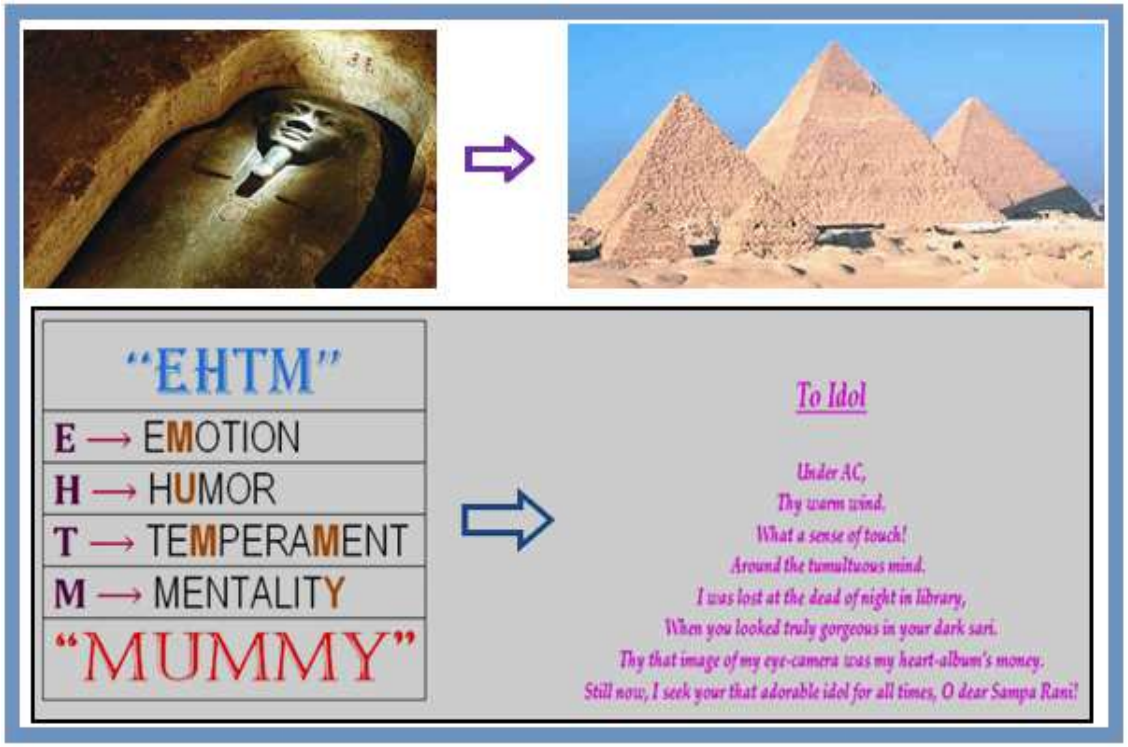

উপরের প্রদত্ত টেবিল অনুসারে, মোটামোটা অক্ষরগুলি ক্রমান্বয়ে সাজালে 'Mummy' (মমি) শব্দটি পাই। প্রকৃতপক্ষে, মমি শব্দটি দ্বারা এইটমের মাঝে একজন সাহিত্যিকের গুপ্ত এবং শিল্পীজনোচিত অস্তিত্ব। পিরামিডাল কবিতার মধ্যভাগে, কবির মূল কাব্যিক চিন্তাপ্রসূত ধারণা প্রকাশ পায়, এবং যার সাথে মিশে থাকে কবির আবেগ, দেহরস, মনঃপ্রকৃতি এবং মানসপ্রকৃতি।

তারপর সবশেষে, বনেদকে তুলনা করা হয় মিশরীয় পিরামিডের ভিত্তিমূলের সাথে। কবিতার শেষের পঙ্‌ক্তিদ্বয়, অথবা কখনও কখনও সর্বশেষ পঙ্‌ক্তিটি বনেদ হিসেবে কবিতার শিরোনামের সাথে সমন্বয় রেখে সামপ্তিসূচক সংকেত প্রদান করেন। মূলত, ভিত্তিমূলের উপর একটি পিরামিড যেভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, ঠিক একইভাবেই সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি পিরামিডাল কবিতাও তার নিজস্ব বনেদের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। সত্যি বলতে, স্বয়ং কবিকেই বনেদ দ্বারা পিরামিডাল কবিতার অন্তকারক সৃষ্টি করতে হয়।

পিরামিডাল কবিতা	পিরামিড
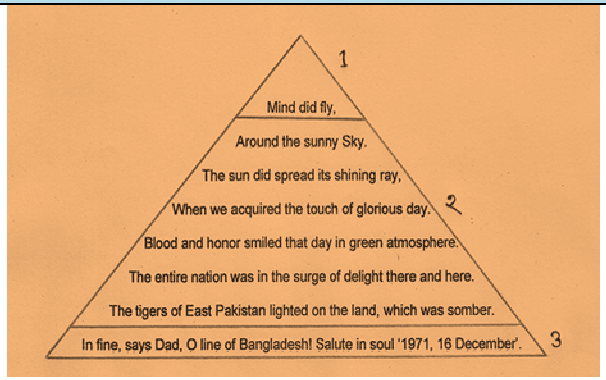	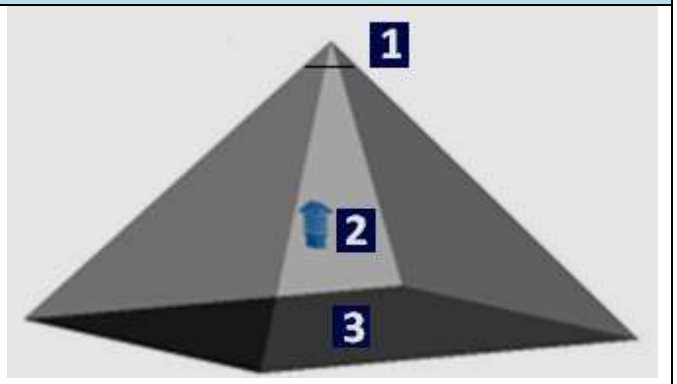
1. সর্বাগ্রের পঙ্‌ক্তি 2. মৃত এইটম বা মমি	1. সর্বাগ্রাভাগ 2. মমিকৃত শবের ঘর

3. বনেদ	3. ভিত্তিমূল

অলীক শারীরিক অবয়বঃ

পিরামিড তৈরির মৌলিক উপাদান হল পাথর। অপরদিকে, পিরামিডাল কবিতা সৃষ্টির মুল উপাদান হল অক্ষর বা বর্ণ।

চিত্রঃ পিরামিড তৈরির মৌলিক উপাদান (পাথরসমষ্টি)

A, a
B, b C, c D, d
E, e F, f G, g H, h
I, i J, j K, k L, l M, m
N, n O, o P, p Q, q R, r S, s
T, t U, u V, v W, w X, x Y, y Z, z

চিত্রঃ পিরামিডাল কবিতা সৃষ্টির মৌলিক উপাদান (ইংরেজি বর্ণসমষ্টি)

চিত্রঃ পিরামিডাল কবিতা সৃষ্টির মৌলিক উপাদান (বাংলা বর্ণসমষ্টি)

একটি আদর্শ পিরামিডে পাথরের সমষ্টি উপরের দিকে কমতে থাকে এবং নিচের দিকে বাড়তে থাকে। অতএব, পিরামিডাল কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলোর মাঝে যেসকল বর্ণসমষ্টি রয়েছে, তা পিরামিডের পাথর সমষ্টির মতই উপরের দিকে কমতে থাকে, এবং নিচের দিকে বাড়তে থাকে। বস্তুত, একটি পিরামিডাল কবিতা অবশ্যই সৃষ্টি হবে অক্ষরসমষ্টির ভিত্তিতে, যা হুবহু আদর্শ জ্যামিতিক মাপ ও গড়ন মেনে চলতে বাধ্য থাকবে না। কেননা, পিরামিডাল কবিতা নিখাদ জ্যামিতি নয়, বরং এটি অনাবিল কাব্যিক জ্যামিতি।

মোহাম্মদ শেখ পিরামিডাল কবিতা সৃষ্টি করেন মিশরীয় পিরামিডগুলোর শারীরিক কাঠামোর আলোকে। অভ্যন্তরীণভাবে, একটি পিরামিডাল কবিতা গঠিত হয় মিশরের গিজায় অবস্থিত 'প্রকৃত পিরামিড'-এর পাথর সমষ্টির সাথে সমন্বয় রেখে। তারপর বাহ্যিক ভাবে, একটি পিরামিডাল কবিতা গঠিত হয় সাক্কারার 'স্টেপ পিরামিড'-এর সিঁড়িসমষ্টির সাথে সমন্বয় রেখে।

	পাথরসমষ্টি = পিরামিডের অভ্যন্তরীণ ভিত। বস্তুত, একটি আদর্শ পিরামিডে পাথরের সমষ্টি স্পষ্টত উপরের দিকে কমতে থাকে, এবং নিচের দিকে বাড়তে থাকে।
Salute '1971, 16 December' Mind did fly, Around the sunny Sky. The sun did spread its shining ray, When we acquired the touch of glorious day. Blood and honor smiled that day in green atmosphere. The entire nation was in the surge of delight there and here. The tigers of East Pakistan lighted on the land, which was somber. In fine, says Dad, O line of Bangladesh! Salute in soul '1971, 16 December'. - Sultan Mohammad Shamrat Sheikh	**বর্ণসমষ্টি** = পিরামিডাল কবিতার অভ্যন্তরীণ ভিত। কার্যত, একটি পিরামিডাল কবিতার পাথরের বর্ণসমষ্টি উপরের দিকে কমতে থাকে, এবং নিচের দিকে বাড়তে থাকে।

	সিঁড়িসমষ্টি = পিরামিডের বাহ্যিক ভিত। প্রকৃতপক্ষে, এই পিরামিডটি সিঁড়ির মত দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়।
Salute '1971, 16 December' Mind did fly, Around the sunny Sky. The sun did spread its shining ray, When we acquired the touch of glorious day. Blood and honor smiled that day in green atmosphere. The entire nation was in the surge of delight there and here. The tigers of East Pakistan lighted on the land, which was somber. In fine, says Dad, O line of Bangladesh! Salute in soul '1971, 16 December'. - Sultan Mohammad Shamrat Sheikh	**পঙ্‌ক্তিসমষ্টি** = পিরামিডাল কবিতার বাহ্যিক ভিত। সত্যি বলতে, এই পিরামিডাল কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলো সিঁড়ির ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয়।

বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে, হাইকু, সনেট, ওড, এবং ব্যাল্যাডের মত কবিতাগুলোকে খাঁটি গড়নমূলক কবিতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ফলস্বরূপ, ***Dewey Decimal Classification and Relative Index***-এ এই গড়নমূলক কবিতাগুলির প্রতিটির নিজ নিজ প্রধান শ্রেণী এবং নোটেশন রয়েছে। তথাপি, এই প্রবন্ধের মাধ্যমে এটাও স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, পিরামিডাল কবিতাও একটি বিশুদ্ধ গড়নমূলক কবিতা, যার প্রকৃত জনক বা প্রতিষ্ঠাতা হলেন বাংলাদেশের গৌরব জনাব সুলতান মোহাম্মদ সম্রাট শেখ। নিঃসন্দেহে, ওনার প্রতিষ্ঠিত পিরামিডাল কবিতা ***Dewey Decimal Classification and Relative Index***-এ নিজস্ব প্রধান শ্রেণী এবং নোটেশন লাভ করার পরিপূর্ণ অধিকার রাখে। সুতরাং, আমার এই প্রবন্ধটির মাধ্যমে '808.8145' এবং '–1045' (T-3B) লাভ করতে, বাংলাদেশ সহ বিশ্বের সকল পণ্ডিতব্যক্তি, গুণীজন, প্রকাশক, সাহিত্যিক, গ্রন্থাগারিক, এবং সাহিত্য ও গ্রন্থাগার সমিতির দৃষ্টি আকর্ষণ ও সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

তথ্যসূত্রঃ

এনামুল হক, মো:। *ডিউই দশমিক শ্রেণীকরণের নীতিমালা ও কৌশল*। ময়মনসিংহ: ফেরদৌস আরা বেগম, ২০০০।

বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমোদচন্দ্র। *বর্গীকরণ*। কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১।

মুন্সী, এম. নাসিরউদ্দিন। *মোলিক শ্রেণীকরণ*। ঢাকা: জাহিন-সামিন প্রকাশনী, ২০১৪।

রিদওয়ানুর রহমান, মো.। *দগ্ধ হৃদয়: সালতানিক সাহিত্যতত্ত্বের আনুপূর্বিক রীতি অনুসরণে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম এবং মৌলিক পিরামিডাল কবিতার বই*। ঢাকা: শিল্পতরু প্রকাশনী, ২০১৮।

সরকার, নিখিল চন্দ্র। *শ্রেণিকরণ: ব্যবহারিক*। ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ২০১৭।

Dewey, Melvil. *Dewey Decimal Classification and Relative Index* (23rd ed.). Dublin: OCLC, 2011.

Saiful Islam, K. M. *Number Building in Dewey Decimal Classification: 19th and 16th Editions*. Dhaka: Khan and Sons Publications, 1991.